اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দ্বীন ও দুনিয়া (২)

ভলিউম-৬

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আজীজ
প্রাক্তন মোদার্‌রেস, আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা, বড় কাটরা, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

সূচী-পত্র

আলেম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ১—৩৬

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্তা—২, সাধারণের দৃষ্টিতে আলেম সম্প্রদায়—২, একটি ভুল বুঝাবুঝির নিরসণ—৩, দারিদ্র্যের গুরুত্ব—৬, ধর্মের প্রতি বিমুখতা—৭, আখেরাতের চিন্তার আবশ্যকতা—৮, শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে—১১, রুজী-রোজগারের প্রয়োজন—১৩, সাংসারিক উন্নতি উদ্দেশ্য নহে—১৪, ধনীদের মনোযোগের প্রতিক্রিয়া—১৭, খোদার ভীতি—১৮, ধর্মপ্রিয়তা—২০, এল্‌মে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য—২২, ফাসাদ ও সংস্কার—২২, দ্বীন বা ধর্মের স্বরূপ—২৪, আকায়েদ ও জননিরাপত্তা—২৫, শরীয়তের আ'মল ও জননিরাপত্তা—২৭, শরীয়তের সামাজিকতা ও জননিরাপত্তা—২৯, বিদ্রোহের পরিণাম—৩২, তালেবে এল্‌ম ও জনগণ—৩৩, গায়ের আলেমের প্রতি সম্বোধন—৩৩।

গাফলতের কারণ ৩৭—৬৬

রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বক্তব্য নির্ধারণ—৩৮, গোনাহ্‌র কারণসমূহ—৩৯, মাল ও আওলাদের স্তর—৪০, মাল উপার্জনে অসাবধানতা—৪১, মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে বাহানা—৪৩, মাল ব্যয় করার ব্যাপারে অসাবধানতা—৪৫, পাপ কাজে সহায়ক বিষয়—৪৬, মেলামেশার প্রতিক্রিয়া—৪৮, মহিলাদের দোষ-ত্রুটি—৪৯, মহিলা ও চাঁদা—৫২, স্বামীর সহিত পরামর্শ করার আবশ্যকতা—৫৩, বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী—৫৪, বিবাহ-শাদীর খরচ—৫৫, মাল ব্যয়ের ব্যাপারে অনিষ্টকারিতা—৫৭, নেক বিবির পরিচয়—৫৯, আওলাদের পাপ বোঝা—৬০, কাযার কাফ্‌ফারা—৬৩, ভবিষ্যতের ভ্রান্ত-চিন্তা—৬৩, ক্ষতিগ্রস্ত লোকগণ—৬৪।

আশার উৎস ৬৭—১০৬

দুনিয়া তলব (অন্বেষণ) করা—৬৮, সম্মান তলব করা—৭১, আউযুবিল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়া—৭২, পুনরালোচনার আবশ্যকতা—৭৫, সূক্ষ্ম রহস্যাবলী—৭৭, জান্নাতীদের প্রকারভেদ—৮০, হক তা'আলার সৌন্দর্য—৮১, হক তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দর্শন—৮১, আয়াতের তফ্‌সীর—৮৪, পর্দা ও শিক্ষা—৮৬, আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক রাখার প্রতিক্রিয়া—৮৮, খেলাফতের স্বরূপ—৯১, চিরস্থায়ী নেক আ'মল—৯২, আমলের গুরুত্ব—৯৪, দুনিয়ার স্বরূপ—৯৬, আশার গুরুত্ব—১০০, ছদ্‌কায়ে জারিয়া—১০৪,।

সাফল্যের উপায় ১০৭—১৬৬

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ—১০৮, নবীগণ নিষ্পাপ—১০৯, খোদার কালামের পারস্পরিক সম্বন্ধ—১১১, কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী—১১৬, জাগতিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিক্রিয়া—১২০, আনুগত্য ও সাফল্য—১২৫, আয়াতের অর্থ ও তফ্‌সীর—১২৭, মালামতির সংজ্ঞা—১৩০, শরীয়তের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ—১৩৩,

www.BANGLAKITAB.com

'মজযুব'দের ব্যাপার—১৩৪, ধর্ম ও উন্নতি—১৩৬, সাফল্যের স্বরূপ—১৪২, মালদারী ও কামিয়াবী—১৪৪, আওলাদের শাস্তি—১৪৫, চিন্তা পেরেশানীর কারণ—১৪৭, ধনীদের প্রতি সহানুভূতির অভাব—১৫০, আনুগত্য ও অবাধ্যের পার্থক্য—১৫১, সাফল্য যে সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—১৫৪, ।طوا। অংশের তফ্সীর—১৫৫, আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কের উপায়—১৫৭, আনন্দ লক্ষ্য নহে—১৬০, বুযুর্গদের পরীক্ষা—১৬২, আ'মলের প্রকারভেদ—১৬৪।

মুক্তির পথ

১৬৭—২১৪

কাহিনীর উদ্দেশ্য—১৬৮, কাফেরদের আক্ষেপ—১৬৯, রোগ ও উহার চিকিৎসা—১৭০, ধর্ম সহজ—১৭১, সংশোধনের উপায়—১৭৪, মুসলমানদের রোগ—১৭৭, সুস্থ অন্তরের বৈশিষ্ট্য—১৭৯, শরীয়তের আহ্‌কাম জিজ্ঞাসা করা—১৮১, দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক—১৮৩, দ্বীনের অঙ্গ—১৮৮, জাতীয় বৈশিষ্ট্য—১৮৯, শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তি—১৯১, আমাদের চারিত্রিক অবস্থা—১৯২, চিকিৎসার প্রকারভেদ—১৯৩, মৌলিক রোগ—১৯৪, আলেমদের উদ্দেশ্য—১৯৫, সৎসংসর্গের প্রয়োজনীয়তা—১৯৯, শিক্ষা ও দীক্ষার উপায়—২০১, সৎসংসর্গের উপকারিতা—২০৫, সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব—২০৭, দ্বীনের রূহ্—২০৯, কামেল বুযুর্গের লক্ষণ—২১০, সৎসংসর্গের আদব—২১১, সৎসংসর্গের বিকল্প পন্থা—২১২।

—×—

www.BANGLAKITAB.com

আলেম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনী আলেমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ওয়ায খোর্জা জনাব হেকমতুল্লাহ্ খান সাহেবের বাংলাতে ৮ই জমাদিউস্ সানী ১৩৩০ হিঃ রবিবার প্রায় দুইশত শ্রোতার উপস্থিতিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। ইহা তিন ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। মাওলানা ছায়ীদ আহ্মদ ছাহেব থানবী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

•

খোদাতা'আলা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি এই জন্য দিয়াছেন, যাহাতে সে পরিণামের কথা চিন্তা করিতে পারে। দুনিয়াতে থাকা নিশ্চিত নহে; তাসত্ত্বেও দুনিয়ার কাজ-কর্মে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। পক্ষান্তরে আখেরাতে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আখেরাতের পরিণামের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু আফসোস, আমরা আখেরাত হইতে এত বেশী গাফেল যে, উহা স্মরণেই আসে না।

•

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وبارك وسلم -

اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى - ادعوا ربكم تضرعا وخفية ط انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ط ان رحمت الله قريب من المحسنين *

আয়াতের অর্থ: গোপনে ও অনুনয় সহকারে তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট দোআ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তোমরা পৃথিবীর সংস্কারের পর উহাতে ফাসাদ ছড়াইও না এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত সৎকর্মীদের নিকটবর্তী।

www.BANGLAKITAB.com

॥ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্তা ॥

এক্ষণে যদিও আমি দুইটি আয়াত তেলাওয়াৎ করিয়াছি। ইহাতে সকলেই হয় তো ইহাদের তফ্‌সীর শুনিতে চাহিবেন। কিন্তু এখন এই আয়াতের মধ্য হইতে মাত্র একটি অংশ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সেই অংশটি হইল—لا تفسدوا فى الارض ইহা হইতে একটি দাবী বাহির করিব এবং পূর্বাপর বর্ণনাকে সেই দাবীর সমর্থকরূপে প্রতিপন্ন করিব। তাছাড়া পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারা এই দাবীর দলীলও উপস্থিত করিব।

যে দাবীটি প্রমাণিত করিব, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও একেবারে সত্য, পরিচিত ও বাস্তবসম্মত হইবে। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, দাবীটি পূর্ব হইতেই সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল; কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য না করার দরুন তাহা সর্বজন স্বীকৃত থাকে নাই। শুধু তাহাই নহে, কেহ কেহ ইহার বিপরীতেও দাবী করিতে শুরু করিয়াছে'। কিন্তু সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, দাবীটি একেবারেই স্বভাবসম্মত। আলেমদের নিকট তাহা স্বভাবসম্মত হওয়া তো স্বীকৃতই; তথাকথিত যুক্তিবাদিগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। তাসত্ত্বেও আমি এই দাবীটিকে বিস্ময়কর বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। কারণ, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বহু সংখ্যক লোক ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বয়ং এই দাবীটিই আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহার বিপরীত দাবীটিই আকায়েদ তথা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু উহা সর্বসাধারণের মনোভাবের পরিপন্থী এবং বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত; এই কারণে এই দাবীটি আজকাল বিস্ময়কর হইয়াছে।

এই দাবীটি হইল একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীতে কাহার সত্তা সবচাইতে বেশী প্রয়োজনীয়? এই প্রয়োজনও দুনিয়ার দিক দিয়া—যাহা সকলের মনঃপুত ও অভীষ্ট। ধর্মের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় বলা হয় নাই—যাহা সকলেই ছাড়িতে বসিয়াছে। এই বর্ণনার ফলে প্রশ্নটি সকলের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হইবে। তাহারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিবে যে, সাংসারিক মঙ্গলের জন্যও সবচেয়ে বেশী জরূরী—এই বিষয়টি কি হইতে পারে?

॥ সাধারণের দৃষ্টিতে আলেম সম্প্রদায় ॥

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হইল আলেম সম্প্রদায়ের সত্তা। এই দাবীটি যে সাধারণের মনোভাবের খেলাফ, তাহা কাহারও অজানা নাই। কেননা, সাধারণতঃ সকলেই তাহাদিগকে নিষ্কর্মা মনে করে। যাহারা একটু স্পষ্টভাষী, তাহারা পরিষ্কার বলে যে, এই সম্প্রদায়টি এতই নিষ্কর্মা

www.BANGLAKITAB.com

যে, তাহারা অন্যদিগকেও নিষ্কর্মা বানাইয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভদ্রতা প্রদর্শন করে, তাহারা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে এইরূপ না বলিলেও তাহাদের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করার লক্ষণাদি দেখা যায়। ফলে তাহারাও আলেমদের সম্পর্কে কার্যতঃ ঐ দাবীই করে। কার্যতঃ দাবী মৌখিক দাবী হইতেও জোরদার হইয়া থাকে।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি মুখে বলিল, আমি পানি পান করিব; কিন্তু অপর ব্যক্তি কোনকিছু না বলিয়া পানি পান করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখে যদিও পানি পান করার দাবী করে নাই; কিন্তু তাহার কাজ প্রথম ব্যক্তির মৌখিক দাবীর তুলনায় বেশী জোরের সহিত তাহার দাবীকে প্রমাণিত করিতেছে। আলেম সম্প্রদায় নিষ্কর্মা বলিয়া যাহারা মনে মনে বিশ্বাস করে, তাহাদের লক্ষণ এই যে, তাহারা এই সম্প্রদায় হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে, তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া পছন্দ করিবে না; বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে অন্যান্যকেও নিষেধ করিবে।

এখন লক্ষ্য করুন, সমসাময়িক যুক্তিবাদীদের মধ্যে এইসব লক্ষণ পাওয়া যায় কি না। ইহা জানা কথা যে, তাহাদের মধ্যে এই সব লক্ষণ পাওয়া যায়। এই কারণেই আমি বলি যে, সাধারণ লোক ব্যাপক ভাবেই আলেম সম্প্রদায়কে অকেজো মনে করে। ফলে তাহাদেরই সত্তা সবচেয়ে বেশী জরুরী বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা রীতিমত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।

॥ একটি ভুল বুঝাবুঝির নিরসন ॥

এক্ষণে আমি উপরোক্ত দাবী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব; কিন্তু তৎপূর্বে আতঙ্ক দুর করার উদ্দেশ্যে আরও একটি কথা বলিতে চাই। তাহা এই যে, দাবীটি প্রমাণ করার পিছনে আমার লক্ষ্য এই নয় যে, সকলেই মৌলবী হইয়া যাউক। এই সম্প্রদায়টি সবচেয়ে জরুরী—ইহা শুনিয়া কাহারও মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, এখনই সকলকে মৌলবী হইয়া যাইতে বলা হইবে। তাই মনের এই খট্‌কা দূরীকরণার্থে প্রথমেই বলিতেছি যে, আমার এহেন উদ্দেশ্য নাই।

আমার উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি সম্প্রদায় থাকা উচিত এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা অন্যান্য সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে শ্রোতাদের মনের আতঙ্কভাব দূর হইয়া যাওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যেককেই মৌলবী বানাইবার চেষ্টা করা হইতেছে না। শুধু এতটুকু সংস্কার করা হইতেছে যে, এই দলটিকে অনর্থক মনে করিবেন না। ইহাতে নিজেদের কোন কাজ, কোন উন্নতি কিংবা কোন চাকুরী নকরীর ব্যাঘাত হইবে না। হাঁ, আপনি যে ভুল ধারণায় পতিত ছিলেন তাহা দুর হইয়া যাইবে। তাছাড়া আপনি বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের বরকত হইতে যে বঞ্চিত

www.BANGLAKITAB.com

আছেন, যখন তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, তখন আপনি তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইবেন। তবে বর্তমান অবস্থা ও এই অবস্থার মধ্যে একটি পার্থক্য অবশ্যই থাকিবে। আপনি উহাকে সাংসারিক ক্ষতি কিংবা উন্নতি রোধ মনে করিলে করিতে পারেন। পার্থক্য এই যে, বর্তমানে আপনি খোদায়ী দণ্ডবিধির অনেকগুলি অপরাধে লিপ্ত রহিয়াছেন। আলেমদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলে তাহা থাকিবে না। এক্ষণে আপনি ইহাকে ক্ষতি মনে করুন কিংবা লাভ। আপনার অভ্যাসও পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। তবে খুবই নম্রতা ও ধীরতার সহিত।

ইহার প্রমাণ এই যে, কেহ কোন অপরাধে লিপ্ত হইলে বিবেক বলে যে, অনতিবিলম্বে অপরাধটি ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু শরীয়তের নিয়ম-কানুন কোন কোন গোনাহ্ তথা অপরাধ সম্বন্ধে এরূপ বলে যে, উহা দ্রুততার সহিত ত্যাগ করিও না; বরং প্রথমে উহার বিকল্প পন্থা অবলম্বন করিয়া লও, অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে গোনাহ্গার মনে করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। অন্য ব্যবস্থা হইলে গোনাহ্র কাজটি ত্যাগ কর। জিজ্ঞাসা করি, দুনিয়ার কোন আইনে এত সহজ নির্দেশ আছে কি? খোদার কসম, শরীয়তের সৌন্দর্য ও মেহেরবানীর কথা ভাবিলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখে এই কবিতা উচ্চারিত হইয়া যায়ঃ

ز فرق تا بہ قدم ہر کجا کہ می نگرم + کرشمہ دامن دل میکشد کہ جا اینجا ست

(যে ফরক তা কদম হরকুজা কেহ্ মী নেগারাম
কেরেশমা দামানে দিল মীকাশাদ কেহ্ জা ঈজা আস্ত)

'অর্থাৎ, মাথা হইতে পা পর্যন্ত যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, তাহার সৌন্দর্য অন্তরের আঁচলকে টানিয়া বলে যে, ইহাই প্রকৃত স্থান।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ শরীয়তকে কখনও তথ্যানুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখে নাই। ফলে তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা একটি রক্ত পিপাসু দৈত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বন্ধুগণ, শরীয়ত আপনার সাহায্য করে। এমনকি, কোন কোন অপরাধের বেলায়ও। যেমন নাজায়েয চাকুরীতে এই অনুমতি রহিয়াছে যে, বর্তমানে অন্য ব্যবস্থা না হইলে এবং জীবিকার অন্য কোন উপায় না থাকিলে প্রথমে অন্য ব্যবস্থা করিবে অতঃপর উহা ত্যাগ করিবে। এরপরও শরীয়ত দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইলে তাহার দায়িত্ব আমাদের নহে।

মোটকথা, এল্‌ম ও আলেমদের সহিত মেশামেশি থাকিলে কোন সাংসারিক প্রয়োজন বা মঙ্গল নষ্ট হইয়া যায় না। শুধু অন্যায় কাজ-কর্মের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তাহাও অতি সহজ উপায়ে। আমি বলিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক রাখিলে এই ক্ষতি হইবে যে, গোনাহ্র অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে— আমার এই উক্তি কোন একজন কবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তির ন্যায়ঃ

www.BANGLAKITAB.com

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ + بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

'বহু লস্করের সহিত তরবারি চালনার কারণে তাহাদের তরবারিতে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে—উহা ছাড়া তাহাদের আর কোন দোষ নাই।'

যাক, ইহা একটি অতিরিক্ত কথা হইল। এখন ঐ দাবী আরয করিতেছি এবং সতর্কতার জন্য আবার বলিয়া দিতেছি যে, আপনি ইহাতে সকলকে মৌলবী বানানো উদ্দেশ্য ভাবিয়া আতঙ্কিত হইবেন না। আমি কখনই সকলকে মৌলবী বানাইতে চাই না। তবে আলেমগণ নিষ্কর্মা বলিয়া আপনি যে ভুল বিশ্বাস পোষণ করেন, তাহা পরিবর্তন করিতে চাই মাত্র। বাস্তবিকই আমাদের যুক্তিবাদীদের অধিকাংশই মনে করে যে, প্রথমতঃ ব্যাপকভাবে আলেম সম্প্রদায় দ্বিতীয়তঃ বিশেষ করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষাদান কার্যে রত আছেন, সকলেই নিরেট বেকার ও নিষ্কর্মা লোক। যাহারা ওয়ায করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ কেহ কাজের লোক মনে করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে কাজটি সর্বাধিক জরুরী, উহাকেই সবচেয়ে বেশী অনর্থক মনে করা হয়।

বন্ধুগণ, আপনাদের দেশবাসী হিন্দু সম্প্রদায় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, শিক্ষা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে তাহাদের প্রচুর সংখ্যক লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কারণ, অন্যান্য সকল বিভাগই ইহার শাখা। কাজেই শিক্ষা বিভাগে প্রভাব বিস্তার করা জাতীয় উন্নতির উপায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমরা আজ পর্যন্তও ইহার খবর রাখি না। অথচ নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করিতেছি। অন্যান্য কাজের তুলনায় শিক্ষার মর্যাদা গাড়ীর ইঞ্জিনের চাকার ন্যায়। ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিলে সমস্ত গাড়ীই চলিতে থাকে এবং ইহা থামিয়া গেলে সমস্ত গাড়ীই থামিয়া যায়, তা সত্ত্বেও মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই জন্য উপলব্ধি করিতে পারে না যে, যে বস্তুর উপর অন্যান্য কাজকর্ম নির্ভরশীল, উহা প্রায়ই অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রিং। ইহার উপর ঘড়ির কার্যকারিতা নির্ভরশীল। মূর্খ ব্যক্তি ঘড়ি দেখিলেই মনে করে যে, ঘণ্টার কাঁটাই ইহার আসল বস্তু। কিন্তু ঘড়ির স্বরূপ সম্বন্ধে যাহারা অবগত, তাহারা জানে যে, ঘণ্টার কাঁটার গতি সম্পূর্ণরূপে হেয়ার স্প্রিংয়ের উপর নির্ভরশীল। হেয়ার স্প্রিং থামিয়া গেলে ঘণ্টার কাঁটা একবারও নড়াচড়া করিতে পারিবে না।

তেমনিভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সকল বিভাগের প্রাণ। বক্তৃতা, লেখা, পুস্তক রচনা ইত্যাদি সমস্তই উহার শাখা। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে উহাকেই সবচেয়ে বেশী অনর্থক মনে করা হয়। ইহার লক্ষণ এই যে, সাধারণতঃ জনসাধারণের দৃষ্টিতে আলেমদের গুরুত্ব কম। এই লক্ষণেরও বড় লক্ষণ এই যে, আপন সন্তানদের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

এলমে দ্বীন কমই মনোনীত করা হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাদ্রাসায় চাঁদাও দেয় এবং দ্বীনী মাদ্রাসার আবশ্যকতা মৌখিকভাবে স্বীকারও করে। এজন্য মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের খুব শুক্‌রিয়াও আদায় করে—যাহাতে তাহারা আরও বেশী আকৃষ্ট হয়; কিন্তু বাস্তব পক্ষে মাদ্রাসাসমূহের প্রতি তাহাদের মোটেই আন্তরিক আকর্ষণ নাই।

॥ দারিদ্র্যের গুরুত্ব ॥

বন্ধুগণ, মনের আকর্ষণ কাহাকে বলে, তাহা হুযুর (দঃ)-এর কাজ হইতে বুঝুন। দারিদ্র্য ছিল তাঁহার প্রিয় বস্তু। তিনি আপন সন্তানদের বেলায়ও ইহা কথায় ও কাজে অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন। কথায় এইভাবে অবলম্বন করিয়াছেন যে, তিনি খোদার দরবারে দোআ করিয়াছেন: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا 'আল্লাহ্! মোহাম্মদের সন্তানদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী রিয্‌ক নির্দিষ্ট করুন।' কাজে অবলম্বন করা একটি ঘটনা দ্বারা জানা যায়।

পরিবারের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন হুযুর (দঃ)-এর সবচাইতে বেশী প্রিয়তমা। তাঁহাকে দেখিলেই স্নেহ মমতার আতিশয্যে হুযুর (দঃ) দাঁড়াইয়া পড়িতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: سيدة نساء اهل الجنة فاطمة رض 'জান্নাতে মহিলাদের নেত্রী হইবেন ফাতেমা (রাঃ)।' একবার হযরত আলী (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হুযুর (দঃ) বলিয়াছিলেন: يؤذيني ما اذاها 'ফাতেমার জন্য যে বিষয় কষ্টজনক, আমার জন্যও তাহা কষ্টজনক।' এত আদরের দুলালীর একবার যাঁতাকল চালাইতে চালাইতে হাতে ফোস্‌কা পড়িয়া যায়। আজকাল মহিলাদের জন্য যাঁতাকল চালানো খুবই নিন্দনীয় মনে করা হয়। আমি আমার পরিবারের মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, যুবতী মেয়েদের দ্বারা যাঁতাকল চালাও। আজকাল অধিকাংশ ধনী পরিবারের মধ্যে অসুখ-বিসুখ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ স্বাস্থ্যের ন্যায় খোদার অমূল্য নেয়ামত যাহার নাই; তাহার ধনী হওয়ার মূল্যই বা কি? ধনীদের এইসব অসুখ-বিসুখের মূলে হইল তাহাদের আরামপ্রিয়তা। কাজেই পরিবারের মেয়েদিগকে উপরোক্তরূপ পরামর্শ দেওয়ায় কেহ কেহ বলিল, খোদা না করুন, তুমি এরূপ অমঙ্গল চিন্তা কর কেন? এমন কি আমরা এত বড় লোক হইয়াছি যে, আমেদের অধিকাংশ মেয়েরা চরকায় সূতাকাটা একেবারেই ত্যাগ করিয়া দিয়াছে।

আমাদের দেশের জনৈকা মহিলা চরকায় সূতা কাটিতেছিল। তখন তাহার শ্বাশুড়ী পরলোকগতা ছিল। ফলে অন্য কোন মহিলা শোক প্রকাশের জন্য তথায় আগমন করিলে শব্দ পাইতেই সে চরকা উঠাইয়া অস্থির অবস্থায় অন্য কক্ষে নিক্ষেপ

www.BANGLAKITAB.com

করতঃ তাড়াতাড়ি কপাট বন্ধ করিয়া দিল—যাহাতে আগন্তুকা মহিলা চরকার কথা জানিতে না পারে।

মোটকথা, হযরত ফাতেমার হাতে ফোস্কা পড়িয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হুযুর (দঃ)-এর নিকট হইতে কোন একটি বাঁদী বা গোলাম চাহিয়া আন। সে তোমার কাজের সাহায্য করিতে পারিবে। সেমতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) আপন কাজ সহজ করা কিংবা স্বামীর আদেশ পালনার্থে হুযূরের বাসগৃহে গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি হযরত আয়েশার নিকট আপন মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিয়া চলিয়া আসিলেন। হুযূর (দঃ) বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিলে হযরত আয়েশার মুখে সবকিছু শুনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত ফাতেমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত ফাতেমা তখন শায়িতা ছিলেন। পিতাকে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি উঠিতে লাগিলে হুযূর (দঃ) বলিলেন: উঠিবার দরকার নাই—শুইয়া থাক। মোটকথা, তিনি পিতাকে আবার মনোবাঞ্ছা জানাইলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন: যদি বল, গোলাম কিংবা বাঁদী দিতে পারি। আর যদি বল, এরচেয়ে উত্তম বস্তুও দিতে পারি। ইহা শুনিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঐ উত্তম বস্তুটি কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না; বরং তৎক্ষণাৎ আরয করিলেন: উত্তম বস্তুটিই দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যহ শয়নের সময় سبحان الله (সোবহানাল্লাহ্) ৩৩ বার, الحمد لله (আলহামদু লিল্লাহ্) ৩৩ বার এবং الله اكبر (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পাঠ করিও। ইহা গোলাম ও বাঁদী হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। খোদার বাঁদী ফাতেমা (রাঃ) সানন্দে ইহা গ্রহণ করিয়া লইলেন।

দেখুন, হুযূর (দঃ) নিজে দারিদ্র্য পছন্দ করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন সন্তানদের জন্যও তাহা পছন্দ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। এছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার বংশধরের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা হালাল নহে। তিনি কি এমন কোন আইন রচনা করিতে পারিতেন না, যাহার ফলে সমস্ত টাকা-পয়সা শুধু তাঁহাদের হাতেই যাইত? কিন্তু হুযূর (দঃ) তাহা করেন নাই। ইহাকেই বলে মনের আকর্ষণ।

॥ ধর্মের প্রতি বিমুখতা ॥

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যাহারা মাদ্রাসায় চাঁদা দেন, তাঁহারা আপন সন্তানদের জন্যও কি কোন সময় এই শিক্ষা পছন্দ করিয়াছেন? আজকালকার অবস্থা শুনুন। রামপুর রাজ্যের জনৈক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে পরামর্শ দেয় যে, আপনার যে ছেলেটি কোরআন পড়িতেছে, তাহাকে ইংরেজী শিক্ষায় ভর্তি করিয়া দিন। বন্ধু বলিল, কোরআন খতম হইলে ইংরেজীতে ভর্তি করা যাইবে। প্রশ্ন হইল, কোরআন

www.BANGLAKITAB.com

কতটুকু পড়া হইয়াছে এবং কত দিনে হইয়াছে? উত্তর হইল, দুই বৎসরে আধা কোরআন হইয়া গিয়াছে। বন্ধুবর বলিলেন, দুইটি বৎসর তো অনর্থক নষ্ট করিলেন। বাকী আরও দুই বৎসর কেন নষ্ট করিতে চান? বন্ধুগণ, সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, খোদাকে স্বীকার করে, আখেরাত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে—এরপরও মনে এইরূপ ভাব এবং মুখে এইরকম বিধর্মীসুলভ উক্তি!

জনৈক ধার্মিক দার্শনিকের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি জনৈক বিবর্তনবাদ বিশ্বাসী ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন, দার্শনিক ডারউইন খোদায় বিশ্বাসী ছিল না। কাজেই বিবর্তনবাদ স্বীকার করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল। যে বিষয়ে সে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে নাই, সে বিষয়ে সে অনুমানের উপর মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিল। মানব সৃষ্টিও একটি বিরাট ঘটনা। এসম্বন্ধেও তাহাকে একটি মতবাদ কায়েম করিতে হইল। কাজেই সৃষ্টিকর্তা অস্বীকার করার পর বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদায় বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে এই অনুমানের উপর চলিবার প্রয়োজন কি? সে যদি বলিয়া দেয় যে, মানুষকে খোদা পয়দা করিয়াছেন, তবে তাহাতে আপত্তি কি? সুতরাং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার পর বিবর্তনবাদ স্বীকার করা খুবই অযৌক্তিক ব্যাপার।

তদ্রূপ আমিও বলি যে, যে ব্যক্তি আখেরাত স্বীকার করে না, তাহার পক্ষে কোরআন শিক্ষাকে অনর্থক ও 'সময় নষ্ট করা' বলিয়া অভিহিত করা আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু আখেরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মুখ হইতে এই ধরণের উক্তি নির্গত হওয়া যারপরনাই উদ্ভট বলিয়া মনে হয়। আখেরাত বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিলে কি কোরআন শিক্ষার কোন ফল পাওয়া যাইবে না?

॥ আখেরাতের চিন্তার আবশ্যকতা ॥

বন্ধুগণ, পরিণাম চিন্তা করার জন্যই খোদা তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করিয়াছেন। লেখাপড়া করিলে ডেপুটি কালেক্টর হওয়া যাইবে—এই পরিণামটি যেমন চিন্তার যোগ্য, তেমনি আখেরাতে কি হইবে, তাহাও গভীরভাবে চিন্তা করার যোগ্য। মৃত্যুর পর কোন পরিণাম নাই—এরূপ বিশ্বাস থাকিলে আপনার সহিত কোন কথাই নাই। তবে যেহেতু আপনি এর পরও পরিণাম আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সেখানে কি কোন পুঁজির প্রয়োজন হইবে না? হইলে কোরআন শিক্ষাকে কোন্ মুখে অনর্থক সময় নষ্ট করারূপে অভিহিত করা হয়? পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার জিন্দেগী নিরেট অনিশ্চিত ও কল্পনাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও ইহার জন্য আয়োজনের অন্ত নাই। কিন্তু আখেরাতে গমন সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তজ্জন্য পুঁজি সংগ্রহ করাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা বলিয়া মনে করা হয়।

www.BANGLAKITAB.com

আসলে মানুষ স্বয়ং আখেরাত সম্বন্ধেই এত গাফেল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা স্মরণেই আসে না।

একবার আমি সাহারানপুর হইতে কানপুর যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে কিছু ইক্ষুও ছিল। আমি উহা ওজন করাইতে চাহিলাম। যাহারা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল, তাহারা আমার এই ইচ্ছার বিরোধিতা করিল। এমন কি, স্বয়ং ষ্টেশনের কর্মচারীরাও বলিল, আপনি এইগুলি ওজন ছাড়াই লইয়া যান। আমরা গার্ডকে বলিয়া দিব, কেহ বাধা দিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গার্ড কোন্ পর্যন্ত যাইবে? উত্তর হইল, গাজিয়াবাদ পর্যন্ত। আমি বলিলাম, এর পরে আমার কি হইবে? উত্তর হইল, এরপরে এই গার্ড অন্য গার্ডকে বলিয়া দিবে। আমি বলিলাম, এরপর কি হইবে? উত্তর পাইলাম, ঐ গার্ড কানপুর পর্যন্ত থাকিবে। আমি বলিলাম, এরপরে কি হইবে? উত্তর হইল, এরপর আর কি? সফরই শেষ হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, ভুল কথা, এরপরে আসিবে আখেরাত। সেখানে কোন্ গার্ড আমাকে বাঁচাইবে? ইহাতে সকলেই চুপ হইয়া গেল। অবশেষে আমার মালের মাশুল গ্রহণ করা হইল। মোটকথা, এই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক হইতে আখেরাতের কথা একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তাহা এই যে, উপরোক্ত ঘটনায় কর্তৃপক্ষদের মন রক্ষার্থেও ওজন না করাইবার সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা শরীয়তের শিক্ষার প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকাল কোন সভ্য ব্যক্তি এরূপ করিতে পারে কি? হকদার তাহার হক সম্বন্ধে জানে না, তবুও তাহার হক আদায় করা হয় - এরূপ ঘটনা আজকাল খুবই বিরল। শরীয়ত ইহাকে খুবই দরকারী মনে করে। এখন শরীয়ত ও নিজেদের কল্পিত সভ্যতার তুলনা করিয়া দেখুন। খোদার কসম, আমি দেখিয়াছি—দরিদ্র দ্বীনদার—যাহাদিগকে নির্বোধ মনে করা হয় তাহারাই এইসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কিন্তু আমাদের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, এদিকে মোটেই খেয়াল করে না। বন্ধুগণ, যে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সে-ই বুদ্ধিমান। কাজেই যাহার মধ্যে ধর্ম-কর্ম নাই, সে কিরূপে বুদ্ধিমান হইতে পারে? আজকাল বুদ্ধি ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করা হয়। অথচ আমাদের বুযুর্গগণ যেমন বুদ্ধিতে পাকাপোক্ত ছিলেন, তেমনি ধর্ম-কর্মেও সর্বদা কামেল ছিলেন।

হেরাক্লিয়াস (রোমের খৃষ্টান বাদশাহ্) হযরত ওমর (রাঃ) সম্বন্ধে ইসলামী দূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি কেমন লোক? দূত উত্তরে বলিয়াছিল, তাঁহার অবস্থা হইল এই যে, لَا يَخْدَعُ وَلَا يُخْدَعُ অর্থাৎ, "তিনি কাহাকেও ধোকা দেন না এবং অন্য কেহও তাঁহাকে ধোকা দিতে পারে না।" ইহা শুনিয়া হেরাক্লিয়াস বলিল,

www.BANGLAKITAB.com

তিনি বাস্তবিকই এরূপ হইলে কেহ তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। কেননা, যিনি একই সঙ্গে ধার্মিক ও জ্ঞানী, তাঁহার শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব নহে।

এই পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক বর্ণনা শেষ হইল। আমি বলিতেছিলাম যে, আখেরাত সম্বন্ধে অজ্ঞানতা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহার সীমা এতদূর পৌঁছিয়াছে যে, কেহ এসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিয়া ইহার চিন্তা করিলে, তাহাকে বোকা মনে করা হয়।

আমার জনৈক বি, এ পাশ ধার্মিক বন্ধু তাঁহার নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার সময়াভাবে মালপত্র ওজন না করাইয়াই আমি গাড়ীতে উঠিয়া পড়ি। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে টিকেট কালেক্টরকে ইহা জানাইয়া মাল ওজন করাইয়া ভাড়া দিতে চাহিলাম। টিকেট কালেক্টর বলিল, লইয়া যান, ওজন করাইবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম, আপনি মাফ করার অধিকারী নহেন। কেননা, আপনি মালিক নহেন। ইহাতে সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া আমাকে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট লইয়া গেল। সেখানেও আমি আমার পূর্ব বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিলাম। ইহাতে তাহারা উভয়েই পরস্পরে ইংরেজীতে বলিতে থাকে যে, মনে হয়, লোকটি মদ্য পান করিয়াছে। —অন্যের হক আদায় করিতে যাওয়া এতই বিস্ময়কর ব্যাপার হইল যে, এইরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে নেশাখোর বলিয়া ধারণা হয়। ঠিকই, বন্ধুবর বাস্তবিকই খোদার মহব্বতের নেশায় বিভোর ছিলেন। এই নেশাই তাহাকে মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল।

অবশেষে বন্ধুবর জানাইলেন যে, জনাব আমি মদ্য পান করি নাই। ইহাতেও ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট হইতে ভাড়া লইল না। বাধ্য হইয়া তিনি অন্য পন্থায় উহা শোধ করিলেন। ঐ পন্থা এই যে, আমাদের যিম্মায় রেলওয়ের প্রাপ্য থাকিলে ঐ মূল্যের ঐ লাইনেরই টিকেট কিনিয়া ছিড়িয়া ফেলিবে। উহা ব্যবহার করিবে না।

এই ঘটনাটি এই জন্য বর্ণনা করিলাম—যাহাতে পরিণামের প্রতিও লক্ষ্য থাকে। বিশেষতঃ দুনিয়ার কাজে যখন তোমরা পরিণাম দেখিয়া থাক, তখন আখেরাতের কাজে তাহা অবশ্যই দেখা দরকার। বন্ধুগণ, মৃত্যুরূপী পরিণাম কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে কি? কাফেরেরাও এই পরিণতিটি অস্বীকার করে না। তবে তাহাদের একটি ক্ষুদ্র দল কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না। তাহারা অবশ্য আখেরাতও স্বীকার করে না। এই দলটি নিতান্তই নগণ্য। মোটকথা, আখেরাত যখন সত্য এবং উহার জন্য আ'মলের প্রয়োজন। তখন তার জন্য এল্‌ম হাছিল করা ও শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখার কি অর্থ? এতদসত্ত্বেও অনেকে ইহাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা মনে করে। মনে মনে এরূপ বিশ্বাস না করিলেও আমল এইরূপই করে। ফলে বিশ্বাসও এক প্রকার দুর্বলতায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌মে-দ্বীনের প্রতি মনের আকর্ষণ থাকিলে আলেমদিগের অবহেলা করার কি কারণ? আর যদি আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তবে নিজ সন্তানদিগকে দ্বীনী শিক্ষা না দেওয়ার কারণ কি? ইহা হইল আক্বীদায় ত্রুটির লক্ষণ।

॥ শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে ॥

আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার ব্যাপারে কেহ কেহ এইরূপ ওযর বর্ণনা করে যে, আমরা আলেমদের ওয়ায শুনিয়া তাহাদের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধাও জন্মে, কিন্তু সর্বশেষে তাহাদিগকে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিতে দেখিয়া সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ধুইয়া মুছিয়া ছাফ হইয়া যায়। আমি বলি, আপনাকে ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যে ঔষধ বিক্রেতাদেরে প্রতারণামূলক কাজ করিতে দেখিয়া হাকীম আবদুল আজীজ সহ সকল হাকীমের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে। আপনি এই ব্যক্তিকে সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মনে করিবেন কি? আপনিও কি এই কারণে সমস্ত বিচক্ষণ চিকিৎসককেই ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন? যেসব ওয়ায়েযের ঘটনাবলী আপনি শুনিয়াছেন, তাহারা বাস্তবেও আনাড়ি এবং অশিক্ষিত হাকীম। হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ার পরেও আপনি চিকিৎসক সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কয়েকজন ভিক্ষুকদের কারণে আপনি সূক্ষ্মদর্শী মৌলবীদিগকেও ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। মৌলবীদিগকে ত্যাগ না করার অর্থ এইরূপ বলি না যে, তোমরা শুধু তাহাদের ভক্ত সাজিয়া থাক এবং তাহাদের হাত চুম্বন কর। আমরা নিজেরাই তোমাদের হাত চুম্বন করিব। আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ধর্মের ব্যাপারে আলেমদের নিকট হইতে উপকার লাভ কর।

বর্তমানে মৌলবীদের প্রতি তোমাদের যে শুষ্ক বিশ্বাস রহিয়াছে, উহার একটি উদাহরণ শুন। কথিত আছে, দুই ব্যক্তি খুবই কৃপণ ছিল। এক দিন একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আহার কর কিরূপে? সে উত্তরে বলিল, ভাই কি বলিব, প্রতিমাসে এক পয়সার ঘি খরিদ করি। আহারের সময় উহা সম্মুখে রাখিয়া বলি, আমি তোকে খাইয়া ফেলিব। এই ভাবে পূর্ণ মাস কাটাইয়া দেই। অবশেষে এক দিন উহা খাইয়া ফেলি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি বড়ই অপব্যয়ী। আমার কথা শুন। আমি রুটি পাকাইয়া গলিতে ঘুরাফিরা করি এবং যেখানে গোশ্‌ত ভাজার গন্ধ পাই, সেখানে দাঁড়াইয়া গন্ধ শুঁকিতে থাকি এবং রুটি খাইতে থাকি।

এই দুই ব্যক্তিও ঘি এর ভক্ত ছিল। ঘি এর সহিত তাহাদের এক প্রকার সম্পর্ক ছিল; কিন্তু ইহাতে তাহাদের কি লাভ হইল? ঠিক তেমনি শুধু ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা আপনার কি উপকার হইবে?

www.BANGLAKITAB.com

॥ সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ॥

মোটকথা, এইসব লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, এইসব লোক আলেমদিগকে একেবারে বেকার বস্তু মনে করে। আমার সহিত জনৈক ব্যক্তির আলাপ হয়। সে বলিল, আপন ভাতিজার জন্য আপনি কি পছন্দ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, সে আরবী পড়িতেছে—যেন ধর্মের খেদমত করিতে পারে। লোকটি বলিল, দেওবন্দ মাদ্রাসা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়শত আলেম পাঠ সমাপনান্তে বাহির হইতেছে। ধর্মের খেদমতের জন্য তাহারাই যথেষ্ট। আপনি তাহার জন্য ইংরেজী শিক্ষা মনোনীত করিলেন না কেন—যাহাতে সে পার্থিব উন্নতি করিতে পারিত? আমি বলিলাম: জনাব, ধর্মের খাদেম হওয়া যদি লাভজনক ব্যাপার না হইয়া থাকে, তবে দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যও এই নীচ কাজ মনোনীত করা হইবে কেন? আপনি যাইয়া তাহাদিগকেও পরামর্শ দিন যে, এসব ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষা অর্জনে লাগিয়া যাও। কেননা, তাহারাও জাতির সন্তান। পক্ষান্তরে ধর্মের খাদেম হওয়া লাভজনক ব্যাপার হইলে আমার ভাতিজার জন্য তাহা পছন্দ করিব না কেন? এরপর লোকটি একেবারে চুপ হইয়া গেল।

আফসোস, দেওবন্দের ছাত্ররা এতই ঘৃণিত যে, যে-কাজকে আপনি অনর্থক ভাবিতেছেন তাহা তাহাদের জন্য পছন্দ করিলেন। পক্ষান্তরে আপনার সন্তান এতই প্রিয় ও সম্মানিত যে, তাহার জন্য ডেপুটি কালেক্টরী, তহ্‌শীলদারী ইত্যাদি মনোনীত করিলেন। বন্ধুগণ, আমি ডেপুটি কালেক্টরী ইত্যাদি করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু আপনি সন্তানের ধর্ম-রক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও দেখা দরকার। আপনার সন্তান আখেরাতে উপস্থিত হইবে না বলিয়া কি আপনি নিশ্চিত আছেন? সে যদি আখেরাতে উপস্থিত হয়, তবে তাহার কি দশা হইবে? এতদসত্ত্বে আরও ভাবিয়া দেখুন যে, ধর্মের খেদমত করার জন্য খাদেমের প্রয়োজন আছে কি না, প্রয়োজন থাকিলে সকল মুসলমানের পক্ষেই তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া জরুরী নয় কি? আপনি ইহার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক লোক হয় তো আনন্দিত হইবে যে, তাহারা এই দোষ হইতে মুক্ত। কেননা, তাহারা অন্ততঃ একটি ছেলেকে আরবী শিক্ষায় প্রবেশ করাইয়াছে। আসলে ইহা আনন্দের বিষয় নহে। কারণ, যে মাপকাঠি অনুযায়ী আপনি এই ছেলেকে আরবী শিক্ষার জন্য মনোনীত করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী সে স্বয়ং এই উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট নহে। আজকাল মনোনয়নের মাপকাঠি হইল এই যে, যে ছেলেটি সবচাইতে বেশী স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ, তাহাকেই আরবী শিক্ষার জন্য পছন্দ করা হয়। অথচ দুনিয়া উপার্জনের জন্য খুব উচ্চমানের মস্তিষ্কের প্রয়োজন নাই। ইহা যাঁতাকল পিষার ন্যায়। ইহার সহিত যাহার সামান্যও সম্পর্ক থাকিবে, সে-ই

www.BANGLAKITAB.com

স্বচ্ছন্দে ইহা করিতে পারিবে। যে উদ্দেশ্যের জন্য পয়গাম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন, মস্তিষ্কের প্রয়োজন উহার জন্যই বেশী। আশ্চর্যের বিষয়, এখন ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গিয়াছে।

পয়গাম্বরদের সম্বন্ধে আপনি জানেন কি? বন্ধুগণ, দুনিয়ার জ্ঞানেও কেহ তাঁহাদের সমতুল্য নহে। তাঁহারা সবরকম জ্ঞান গুণই প্রাপ্ত হন। অতএব, তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যে কাজ সম্পাদন করিতে হইবে, উহার জন্যও পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। এখন আপনিই বলুন, কোন্ নিয়মে ছেলে মনোনীত করিতে হইবে? কর্মী ছেলের জন্য এল্‌মে দ্বীন পছন্দ না করার যে ধারণা, উহার উৎস হইতেছে এই যে, তাহারা মনে করে, আরবী পড়িয়া ছেলে রুজী-রোজগারের যোগ্য থাকে না।

॥ রুজী-রোজগারের প্রয়োজন ॥

প্রথমতঃ ইহা স্বীকৃতই নহে। কেননা, রুজী-রোজগার একটি সীমাবদ্ধ প্রয়োজন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী ইহা অর্জন করিতে পারে। অনেক বেশী রুজী সঞ্চয় করিলে, উহা তাহার কাজে খুব কমই আসে। মনের শান্তিই রুজী-রোজগারের আসল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অনেক গরীব লোক অনেক ধনী লোককে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে।

আমি জনৈক গরীব ও জনৈক ধনী লোকের একটি গল্প বলিতেছি। তাহারা ছিল পরস্পরে বন্ধু। গরীব ব্যক্তি খুবই সুস্থ ও স্থূল দেহী ছিল এবং ধনীর শরীর ছিল অত্যন্ত কৃশ ও রোগা। এক দিন সে গরীব বন্ধুকে বলিল, আরে ভাই, তুমি কি খাও যে, এত সবল ও মোটাতাজা হইয়াছ? বন্ধু বলিল, আমি তোমা অপেক্ষা সুস্বাদু খাদ্য খাই। ধনী ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, ঐ সুস্বাদু খাদ্য আমাকেও খাওয়াও। ইহাতে গরীব ব্যক্তি এক দিন তাহাকে দাওয়াত করিল। সময়মত তাহার বাড়ী পৌঁছিলে উভয়েই এদিক ওদিকের গল্পে মত্ত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর ক্ষুধার তাড়নায় ধনী ব্যক্তি খাওয়ার জন্য তাকীদ করিল। গরীব বলিল, এখনই আসিতেছে। এরপরও অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, কিন্তু খানা আসিল না। সে ক্ষুধায় আবার তাকীদ করিল এবং গরীবও এইভাবে পিছাইতে লাগিল। অবশেষে যখন ধনী ব্যক্তি খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়িল এবং জোর তাকীদ করিল, তখন গরীব বলিল, ভাই খাদ্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। তবে দিনের বাসি রুটি মওজুদ আছে, যদি বল, তবে লইয়া আসি। ধনী বলিল, আর দেরী সহ্য হয় না, এখন বাসি রুটিই নিয়া আস। সেমতে গরীব ব্যক্তি কয়েক টুকরা বাসি রুটি ও সামান্য শাক আনিয়া হাযির করিল। ক্ষুধার তাড়নায় ধনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সে উহা দেখিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং খুব আনন্দিত হইয়া পেট ভরিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আহার করিল। গরীব ব্যক্তি মাঝে মাঝে বাধা দিয়া বলে, দেখ ভাই বেশী খাইও না। সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ধনী বলিল, সাহেব, এখন ইহার চেয়ে সুস্বাদু খাদ্য আর কি হইতে পারে?

তখন গরীব বলিল, আমি প্রত্যহ যে সুস্বাদু খাদ্য আহার করি, তাহা অন্য কিছু নহে; বরং এই খাদ্য অর্থাৎ, যখন ক্ষুধা চরমে পৌঁছে, আমি তখনই আহার করি। ফলে যাহাই খাই তাহাই শরীরের অংশে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে তুমি শুধু নিয়মের কোঠা পূর্ণ কর। আহারের সময় হইলে চাকর আসিয়া বলে, হুযুর খানা প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি তাহা শুনিয়া আহার করিতে সম্মত হও যদিও তখন মোটেই ক্ষুধা না থাকে।

মোটকথা, কেহ মাসে বার তের শত টাকা রোজগার করিলেও আসল উদ্দেশ্য খাওয়া সীমাবদ্ধই থাকিবে। তবে রোজগার সীমাবদ্ধ হইবে না। কিন্তু খাওয়া সীমাবদ্ধ হওয়ার পর রোজগার সীমাবদ্ধ না হওয়ায় তাহার কি লাভ হইল? আসল উদ্দেশ্য কম হইলে যাহা উদ্দেশ্য নহে তাহা বেশী হইলেও কোন লাভ নাই। অতএব, মৌলবী হইলে রুজী রোজগার করিয়া খাইতে পারিবে না—এই কথাটিই প্রথমতঃ বিবেচনাযোগ্য। কেননা, প্রয়োজনানুযায়ী প্রত্যেকেই রুজী রোজগার করিয়া খাইতেছে। যদি মানিয়াও লওয়া হয়, তবে আপনাদের কল্পিত খানা অর্থাৎ চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জরূরী কি না, তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। বিষয়টি এইভাবে অনুমান করা যাইবে যে, কোন খাদেমে দ্বীনকে অন্নহীন ও বস্ত্রহীন দেখাইয়া দিন। দ্বীনের এই খেদমত শিক্ষকতার মাধ্যমেই হউক কিংবা ওয়াযের দ্বারাই হউক; কিংবা কোন খাদেমে দ্বীনকে ঘৃণিত অবস্থায় দেখাইয়া দিন। অন্ন, বস্ত্র ও সম্মান লাভের পর তাহাদের মধ্যে আর কি বস্তুরই অভাব থাকে? হাঁ, কোন বস্তুর অভাব থাকিলে তাহা হইতেছে আপনার লালসা ও বাসনা। ইহার জন্য এই উত্তরই যথেষ্ট:

حرص قانع نیست صائب ورنہ اسباب معاش
آنچہ ما درکار داریم اکثرے درکار نیست

(হেরছ কানে' নীস্ত ছায়েব ওর না আসবাবে মাআশ
আঁচে মা দরকার দারীম আকছারে দরকার নীস্ত)

"হে ছায়েব! লালসাই তৃপ্ত হইতে চায় না, নতুবা জীবিকার যে-সব পন্থা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি, উহাদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় নহে।"

॥ সাংসারিক উন্নতি উদ্দেশ্য নহে ॥

আপনি আপনার ঘরের আসবাব-পত্রই একবার যাচাই করিয়া দেখুন। অর্ধেকের চেয়ে বেশী আসবাব-পত্র এমন বাহির হইবে যে, উহাদিগকে ব্যবহার করার প্রয়োজন

www.BANGLAKITAB.com

কখনও দেখা দেয় নাই। এক চতুর্থাংশেরও বেশী জিনিসপত্র এমন দেখা যাইবে যে, উহা ঘরে আছে বলিয়াও আপনি এত দিন জানিতেন না। এখন আপনিই বলুন, এই জাতীয় আসবাব-পত্র যোগাড় করার কি প্রয়োজন ছিল? আলেমগণ অকর্মন্য বলিয়া যদি আপনি এইরূপ বুঝাইতে চান যে, তাহারা উন্নতি করিতে পারে না, তবে এরূপ অকর্মন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং ইহাই খোদার প্রকৃত আনুগত্য। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

تا بدانی هر کرا یزد بخواند + از همه کار جهان بیکار ماند

(তা বেদানী হরকেরা ইয়াযদ বখানদ + আয হামাঁ কারে জাহাঁ বেকার মানদ)

"অর্থাৎ, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কাজের জন্য পছন্দ করেন, সে দুনিয়ার সব কাজে বেকার হইয়া যায়।"

আরও বলেন ঃ

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم + مست آن ساقی و آن پیمانه ایم

(মা আগর কাল্লাশ ওগর দেওয়ানাইম + মস্তে আঁ সাকী ও আঁ পায়মানাইম)

"অর্থাৎ, আমরা দেউলিয়া ও পাগল হইলেও ঐ সাকী (আল্লাহ্) এবং ঐ পেয়ালার (এশ্‌কের) নেশায় মত্ত আছি।"

কিন্তু ইহা হইল মাওলানা রূমীর উক্তি। একমাত্র দিলদার (খোদা-প্রেমিক) ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। এক্ষণে আমি আপনাদেরই স্বীকৃত বিষয়-সমূহের মধ্য হইতে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। আপনার একটি চাকর আছে। আপনি তাহাকে মাসিক দশ টাকা বেতন দেন। সে আপনার খুবই বিশ্বস্ত চাকর। ঘটনাক্রমে এক দিন বাহিরের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিল যে, সে দশ টাকা বেতনের চাকর। ইহাতে আগন্তুক ব্যক্তি চাকরকে বলিল, আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বিশ টাকা বেতন দিব এবং বর্তমানের কাজের চেয়ে অর্ধেক কাজ করাইব।

এখন নিজের মন পরীক্ষা করিয়া বলুন, এই চাকরের জন্য গৌরবের বিষয় কোন্‌টি হইবে? উন্নতির কথা শুনিয়া সে আগের কাজ হইতে ফসকাইয়া যাইবে, না পরিষ্কার বলিয়া দিবে যে, আপনি আমাকে প্ররোচিত করিতে আসিয়াছেন। নিশ্চয়ই, আপনি চাকরের শেষোক্ত কাজটিকেই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

এখন ইন্‌ছাফের সহিত বলুন, যদি কেহ খোদার বান্দা হইয়া পাঁচ টাকা মাসে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে এবং হাজার টাকায় লাথি মারে। যেমন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে জীবিকার পন্থা ত্যাগ করে, তবে তাহাকে ভীরুচেতা এবং উন্নতি-বঞ্চিত বলা হয় কেন? বন্ধুগণ, এরূপ ব্যক্তির আরও বেশী মূল্য হওয়া উচিত। তাহাকে শুষ্ক মস্তিষ্ক আখ্যা দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ভাইসব, আপনারা যাহাকে উন্নতি

www.BANGLAKITAB.com

নাম দিয়াছেন, উহা আসলে স্বার্থের পূজা ও নিজেকে লইয়া ব্যাপৃত থাকা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদিও উহার পিছনে সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা ও ধর্ম-কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাক না কেন। তাই কবি বলেন ;

عاقبت سازد ترا ازدین بری + ایں تن آرائی و ایں تن پروری

(আকেবাত সাযাদ তুরা আয দ্বীন বরী + ঈ তন আরায়ী ও ঈ তন পরওয়ারী)

"অর্থাৎ, এই অঙ্গ সজ্জা ও এই আত্ম-প্রিয়তা পরিণামে তোমাকে ধর্মে বিমুখ করিয়া ছাড়িবে।"

অতএব, মাওলানা রূমীর উক্তিতে আপনি সন্তুষ্ট না হইলেও চাকরের উদাহরণে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, যে বিষয়ের প্রতি মনের টান থাকে না, উহাতে মানুষ উন্নতি করিতে পারে না ঃ

انبیاء در کار دنیا جبرینند + اشقیا در کار عقبی جبرینند

انبیاء را کار عقبی اختیار + اشقیا را کار دنیا اختیار

(আম্বিয়া দরকারে দুনিয়া জবরিয়ন্দ + আশ্‌কিয়া দরকারে ওক্‌বা জবরিয়ন্দ

আম্বিয়া রা কারে ওক্‌বা এখ্‌তিয়ার + আশ্‌কিয়া রা কারে দুনিয়া এখ্‌তিয়ার)

"অর্থাৎ, নবীগণ প্রয়োজনের তাকীদে বাধ্য হইয়া দুনিয়ার কাজ করেন এবং হতভাগ্য দুনিয়াদারেরা অপারগ অবস্থায় আখেরাতের কাজ করে। নবীদের জন্য আখেরাতের কাজ পছন্দনীয় এবং হতভাগ্যদের জন্য দুনিয়ার কাজ পছন্দনীয়।"

মোটকথা, সকলেই অকর্মন্য এবং সকলেই কর্মঠ। তবে দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার কাজে কর্মঠ এবং আখেরাতের কাজে অলস। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ দুনিয়ার কাজে অলস এবং আখেরাতের কাজে কর্মঠ। যদি আপনার মতে এখনও ফয়সালা না হইয়া থাকে, তবে বুঝিয়া লউন ঃ

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

"তোমরা আমাদের সহিত ঠাট্টা করিলে আমরাও তোমাদের ন্যায় তোমাদের সহিত ঠাট্টা করিব। অতি সত্বরই জানিতে পারিবে যে, কাহার উপর অপমানকর শাস্তি পতিত হয় এবং স্থায়ী আযাব কাহার উপর নাযিল হয়।" এবং ঃ

فَسَوْفَ تَرٰى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ + اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارٌ

অর্থাৎ, 'এক ব্যক্তি গাধায় চড়িয়াছে এবং অন্য ব্যক্তি তাহাকে বলে যে, তুমি গাধায় সওয়ার হইয়াছ। কিন্তু প্রচুর ধূলিকণার কারণে সে সঠিক অবস্থা জানে না এবং বলে যে, আমি ঘোড়ায় চড়িয়াছি। এখন ঐ ব্যক্তি বলে যে, ধুলার জাল টুটিয়া গেলে তুমি বুঝিবে যে, তোমার উরুর নীচে গাধা রহিয়াছে, না ঘোড়া ?"

www.BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ আমরাও বলি, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইলে সামান্য ছবর করুন। سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ 'কাফেরেরা অতি সত্বরই (মৃত্যুর পর) জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী ও আস্ফালনকারী ছিল।'

নতুবা উন্নতি কামনা না করা আপনার চাকরের পক্ষে গুণ ও আনুগত্যের কথা হইলে খোদার চাকরের পক্ষে তাহা হইবে না কেন? ভাই সাহেব, ইহাই হইল অকর্মন্য হওয়ার স্বরূপ। আপনার আপত্তির কারণেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি বলি, খোদার চাকরকে অকর্মন্য বলিলে সে দুঃখিত হয় না; বরং ইহাতে সে গর্ববোধ করিয়া বলে, ইহাই তাহার কাজ ঃ

عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا
اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

"অর্থাৎ, বদ্‌নাম আশেকের পক্ষে দুর্নামের পরওয়া কি? যে নিজেই সফলকাম নহে, অন্যের সহিত তাহার কি সম্পর্ক?"

বন্ধুগণ, আজ যাঁহাদের জুতা পাইলে মস্তকে লওয়া হয়, তাঁহারা অকর্মন্যই ছিলেন।

॥ ধনীদের মনোযোগের প্রতিক্রিয়া ॥

এল্‌মে-দ্বীনের প্রতি বিমুখতার ইহাই ছিল উৎস। অর্থাৎ, মানুষ আলেমদিগকে অনর্থক মনে করে। ফলে তাহাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ নাই। মনোযোগ থাকিলে উহার লক্ষণ এই যে, নিজ সন্তানদের জন্যও এই শিক্ষা মনোনীত করিত।

বাদশাহ্ আলমগীরের একটি গল্প মনে পড়িল। (এই গল্পটি মৌখিক, লিখিত নহে) একদা তিনি কতিপয় তালেবে-এল্‌মকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার অভাবে জামে মস্‌জিদে পেরেশান অবস্থায় ঘুরাফিরা করিতে দেখিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ধনীদের কর্তব্য-বিমুখতাই ইহার কারণ। তিনি এই অবস্থা শুধরাইতে চাহিলেন। ওযূ করার সময় তিনি উযীরে আযমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে অমুক সন্দেহ দেখা দিলে কি করিতে হইবে? উযীরে আযম ইহার উত্তর দানে অসমর্থ হইলে বাদশাহ্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ফেকাহ্ শাস্ত্রের জরূরী মাসআলাগুলি শিখিয়া লওয়াও আপনাদের তৌফীক হয় না? ইহাতে দরবারের অন্যান্য উযীর ও আমীর ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তালেবে-এল্‌মদের খোঁজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যহ তাহাদের নিকট মাসআলা শিখিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে তালেবে-এল্‌মদেরও কোনরূপ কষ্ট বাকী থাকে নাই। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, শত খুঁজিয়াও তালেবে-এল্‌ম

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যাইত না। হযরত মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ ছাহেব (রাহঃ) বর্ণনা করিতেন, বাদশাহ্ আলমগীরের বার হাজার হাদীস মুখস্থ ছিল।

দেখুন, যদিও দরকার বশতঃই এই সম্প্রদায়ের প্রতি ধনীদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ধনীরা তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে শুরু করিয়াছে। আপনারাও যদি এই দলের প্রতি মনোযোগী হইতেন, তবে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার কোন আলেমের নিকট জরূরী মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। স্বয়ং তাহাদের নিকট না গেলেও তাহাদিগকে নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া লইতেন। বর্তমানে এসব বিত্তশালী কোথায় যাহারা নিজ এল্‌ম হাছিলের উদ্দেশ্যে আলেমদের নিকট উপস্থিত হয়?

আগেকার যুগের অবস্থা শুনুন। বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ ইমাম মালেকের নিকট শাহ্যাদাদিগকে হাদীস পড়াইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনার বংশ হইতেই এল্‌মে-দ্বীন সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আপনিই ইহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে চান? ইহাতে বাদশাহ্ বলিলেন, আচ্ছা শাহ্যাদাগণ আপনার দরবারেই পৌঁছিয়া যাইবে। তবে তাহাদিগকে প্রজাসাধারণ হইতে পৃথক রাখিবেন। আজকালও কোন কোন বিত্তশালী লোক জমাআতের নামাযে আসে না। তাহাদের ধারণা এই যে, ব্যাপক মেলামেশার ফলে জনসাধারণের অন্তর হইতে তাহাদের প্রভাব বা ভয় দূর হইয়া যাইবে। বন্ধুগণ, এখনও সামলাইয়া যান। এইরূপ আচরণ দ্বারা পরোক্ষভাবে শরীয়তের নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়। এইভাবে শরীয়তকে যেন দোষ দেওয়া হয় যে, ইহাতে এমন ক্ষতিকর আইন বিদ্যমান আছে! তাছাড়া মেলামেশার ফলে কখনও প্রভাব দূর হয় না; বরং উহাতে প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। পক্ষান্তরে মেলামেশাহীন প্রভাবে আতঙ্ক মিশ্রিত থাকে।

॥ খোদাভীতি ॥

খোদার আহ্কাম এত বিশ্রী নহে যে, উহাদের খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। লক্ষ্য করুন, জনসাধারণের উপর খোলাফায়ে রাশেদীনের কত গভীর প্রভাব ছিল। তৎসঙ্গে ইহাও দেখুন যে, তাঁহারাও জনগণের সহিত কত নম্র ব্যবহার করিতেন!

একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রকাশ্য দরবারে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন: اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا অর্থাৎ, 'খলিফার নির্দেশ শ্রবণ কর ও উহা মান্য কর।' শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল: لَا نَسْمَعُ وَلَا نُطِيْعُ 'আমরা শুনিব না এবং মান্যও করিব না।' হযরত ওমর (রাঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, অদ্য জনগণের মধ্যে 'গনীমত' (যুদ্ধলব্ধ মাল)-এর চাদর বণ্টন করা হইয়াছে। প্রত্যেকেই একটি

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া চাদর পাইয়াছে কিন্তু আপনার গায়ে দুইটি দেখিতেছি কেন? মনে হয়, আপনি ন্যায়পরায়ণতার সহিত বণ্টন করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন: ভাই, তুমি আসল বিষয় জানার চেষ্টা না করিয়াই প্রতিবাদ করিয়া বসিয়াছ। আসল ব্যাপার এই যে, অদ্য আমার নিকট গায়ের জামা ছিল না। তাই আমার নিজের চাদরটি ইজার (পায়জামা) হিসাবে পরিধান করিয়াছি এবং আমার ছেলে আবদুল্লাহ্‌র চাদরটি ধার করিয়া জামার স্থলে গায়ে দিয়াছি।

এই ঘটনা হইতে আপনি আরও জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের নিকট ছোট বড় সকলেই সমান অংশীদার ছিলেন। আজকাল বড় লোকদিগকে দ্বিগুণ অংশ দেওয়া জরূরী বিষয়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। তবে মালিক যদি কাহারও জন্য নিজেই দ্বিগুণ অংশ নির্দিষ্ট করে, তাহা স্বতন্ত্র কথা! মোটকথা, এই ধরণের নম্রতা সত্ত্বেও জনগণের উপর তাঁহাদের অসীম প্রভাব ছিল। একবার হুযুর (দঃ) বহু সংখ্যক ছাহাবী সমভিব্যাহারে কোথাও গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই যাহার উপর দৃষ্টি পতিত হয়, সেই হাঁটুর উপর বসিয়া পড়ে:

هر که ترسید از حق و تقوی گزید + ترسد از وے جن وانس وهر که دید

(হরকেহ্ তরসীদ আয হক ও তাক্‌ওয়া গুযীদ
তরসাদ আয্‌ওয়ে জিন ও ইন্‌স ও হরকেহ্ দীদ)

"অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে, দুনিয়ার মানুষ জিন ইত্যাদি সব কিছুই তাহাকে ভয় করে।" অপরের উপর কাহারও ভয়ভীতির অভাব থাকিলে উহার একমাত্র কারণ হইল তাহার তাক্‌ওয়া তথা খোদাভীতির অভাব। তাক্‌ওয়া থাকিলে অবশ্যই ভয়ভীতি হয় এবং উহাতে আতঙ্ক বা ঘৃণা মিশ্রিত থাকে না। দূরে দূরে সরিয়া থাকা এবং মেলামেশাহীন অবস্থায় যে ভীতি হয়, উহা ব্যাঘ্রের ভীতির ন্যায়। এই মজলিসে এক্ষণে বাঘ আসিয়া পড়িলে সকলেই ভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িবে।

আজকালকার ধনীদের উপরোক্ত ধারণার ন্যায় বাদশাহ্ হারুনুর রশীদও মনে করিলেন যে, শাহ্‌যাদাদিগকে প্রজাদের হইতে পৃথক করিয়া পড়াইলে প্রজাদের উপর তাহাদের ভয় বাকী থাকিবে। তাই তিনি ইমাম মালেকের নিকট আরয করিলেন, যেন তাহাদের সহিত অন্য কাহাকেও বসিতে না দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরে ইমাম মালেক জানাইয়া দিলেন—ইহাও সম্ভবপর নহে। অবশেষে শাহ্‌যাদাগণ সাধারণ মহ্‌ফিলে হাযির হইয়াই হাদীস শুনিতেন।

ইহা হইল আগেকার যুগের বাদশাহ্‌দের গল্প। জনৈক আলেম খোলাখুলি উত্তর দিয়া দিলেন এবং বাদশাহও তাহা গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। আজকালকার অবস্থা এরূপ নহে। এখনও আলেমদের উচিত—নিজদিগকে কাহারও কাছে হেয় না করা। তবে খুব দূরে দূরে থাকাও সমীচীন নহে। ইহাতে দুনিয়াদারগণ একেবারেই

www.BANGLAKITAB.com

বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ, ধর্মীয় উপকার লাভের নিমিত্ত কেহ সম্মানের সহিত আলেমকে আহ্বান করিলে তাহার নিকট যাওয়া উচিত।

॥ ধর্মপ্রিয়তা ॥

আলেমদিগকে ডাকিয়া আপনারা তাহাদের নিকট আরবী পড়ুন, আমার কথার এই অর্থ নহে। কারণ ইহাতে আপনাদের অনেক ওযর দেখা দিবে। খোদার ফযলে উর্দু ভাষায়ও প্রচুর ধর্মীয় সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলে আপনাদিগকে আরবী পড়িতে হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখুন, ধর্মীয় কিতাব বলিয়া এল্‌ম অনুযায়ী আ'মল করেন, এমন আলেমদের কিতাব বুঝান হইয়াছে। নেচারী তথা প্রকৃতিবাদীদের বাজে কথা সম্বলিত পুস্তক বুঝান হয় নাই—যদিও তাহাদের নামের সহিত মৌলবী উপাধিটি যুক্ত থাকে।

একবার জনৈক নায়েবে তহ্‌শীলদার আমাকে জানাইল যে, সে ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করে। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, সে প্রকৃতিবাদীদের লিখিত কিতাব পাঠ করে। আমি তাহাকে বলিলাম, সাহেব, যদি আপনি গভর্ণমেণ্টের আইন বহি পাঠ না করেন এবং শুধু পত্রিকা পাঠ করিয়া যান, তবে আপনি গভর্ণমেণ্টের শাসন এলাকায় থাকিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন কি ? কখনই নহে। কেননা, গভর্ণমেণ্ট যে পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিয়াছে, আপনি তাহা না দেখিয়া নিজের তরফ হইতে নূতন পাঠ্য তালিকা মনোনীত করিয়াছেন। তেমনি শুধু ঐ সমস্ত ধর্মীয় কিতাব পাঠ করুন, যাহা ধর্মীয় পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রেও মানুষ নিজেরা পাঠ্য তালিকা মনোনীত করিয়া লইয়াছে। সে মতে পুরুষগণ উপরোক্ত পাঠ্য তালিকা অর্থাৎ ধর্মচ্যুত লেখকদের পুস্তক পাঠে এবং মহিলাগণ বাজে ও কল্পিত গল্প, কাহিনীর পুস্তক পাঠে মন দিয়াছে। যেমন, 'নবী পরিবারে মোজেযা' ইত্যাদি নামের পুস্তক পাঠ করা হয়। অথচ এই পুস্তকটি যে একেবারেই বাজে, তাহা নাম হইতেই ফুটিয়া উঠে। কেননা, বাস্তবক্ষেত্রে নবী পরিবারের কোন মোজেযা নাই।

তাছাড়া এই পুস্তকটিতে হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর এই দোষ চাপান হয় যে, তিনি হযরত হাসান হুসাইন (রাঃ)কে কোন ফকিরের হাতে দান হিসাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ফকির পরে অন্য এক জনের হাতে তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছিল। এই ধরণের কাহিনী যাহারা পাঠ করে, তাহারা নিরেট মূর্খ বৈ কিছুই নহে। এইসব মূর্খদের চেয়েও বেশী সর্বনাশ কতিপয় মৌলবী দ্বারা হইয়াছে। তাহারা ব্যবসার উন্নতির জন্য এই জাতীয় কেচ্ছা-কাহিনী ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছে। মনগড়া বিষয় প্রকাশ করা না-জায়েয হেতু তাহারা নিজকে দোষমুক্ত রাখার জন্য পুস্তকের শেষাংশে

www.BANGLAKITAB.com

লিখিয়া দিয়াছে যে, এই কেচ্ছাটি মনগড়া। প্রথমতঃ ইহা প্রকাশ করার প্রয়োজনই ছিল না। তাছাড়া সর্বসাধারণ মওযূ তথা মনগড়ার অর্থ বুঝে না। আসলে লিখা উচিত ছিল যে, এই কাহিনীটি একেবারেই অমূলক এবং মিথ্যা। ইহা পাঠ করা জায়েয নহে। এরূপ লিখিলে পুস্তক বিক্রী হইত কিরূপে? এহেন ধর্ম-বিক্রেতাদের কবল হইতে খোদা রক্ষা করুন। এই কারণেই কবি বলিয়াছেন ঃ

بد گہررا علم و فن آموختن + دادن تیغست دست راہزن

(বদ-গহর রা এল্‌ম ও ফন আমূখতান + দাদন তেগাস্ত দস্তে রাহ্‌যন)

'অর্থাৎ, কু-জাতকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দস্যুর হাতে তরবারি উঠাইয়া দেওয়ারই নামান্তর।'

বলিতে পারেন যে, তাহা হইলে খাঁটি পুস্তক নির্বাচন করা খুবই কঠিন ব্যাপার মনে হয়। বাস্তবিকই আপনার পক্ষে ব্যাপারটি কঠিন। কিন্তু কোন আলেম দ্বারা নির্বাচন করিলে তাহা কঠিন থাকিবে না। শিক্ষার পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হইল। কিন্তু তৎসঙ্গে ইহা আরও বেশী জরূরী যে, প্রথম হইতেই ছেলেকে কোন বুযুর্গের সংসর্গে মাঝে মাঝে রাখুন এবং নিজেও থাকুন। খোদা তা'আলা বুযুর্গের সংসর্গের মধ্যে সংশোধনের ক্ষমতা রাখিয়াছেন। তাই কবি বলেন ঃ

قال را بگذار مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو
صحبت نیکاں اگر یک ساعتست + بہتر از صد سالہ زہد و طاعتست
ہر کہ خواہد ہمنشینی با خدا + گو نشیند در حضور اولیا

(কাল রা বুগ্‌যার মরদে হাল শো + পেশ মরদে কামেলে পামাল শো
ছোহ্‌বতে নেকাঁ আগার এক ছাআতাস্ত + বেহ্‌তর আয ছাদ ছালা যোহ্‌দ ও তাআতাস্ত
হরকেহ্‌ খাহাদ হামনশীনী বা খোদা + গো নশীনাদ দর হুযূরে আওলিয়া)

'অর্থাৎ, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া 'হাল' অর্জনে ব্রতী হও। কোন কামেল ব্যক্তির সম্মুখে নিজেকে দলিত কর। নেক ব্যক্তিদের স্বল্পক্ষণের সংসর্গ শত বৎসরের বৈরাগ্য ও এবাদত হইতে উত্তম। যে-ব্যক্তি খোদার দরবারে বসিতে চায়, তাহার উচিত ওলী আল্লাহ্‌দের সম্মুখে উপবেশন করা।'

কিন্তু সৎসংসর্গ লাভের জন্য আমরা মোটেই যত্নবান নহি। আমি একবার এই বিষয়টি নিয়াই একটি স্বতন্ত্র ওয়ায করিয়াছি। এখন আবার বলিতেছি যে, যে ক্ষেত্রে সন্তানদের আরও বহু প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য কোন বুযুর্গের হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা দরকার। কমপক্ষে এক বৎসর পর্যন্ত বুযুর্গদের খেদমতে রাখা বাঞ্ছনীয়। বলিতে পারেন যে, ইহাতে তাহাদের দুনিয়ার শিক্ষার অনেক ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতি যাহাতে না হয়, সেজন্য আমি বলিতেছি যে, স্কুলের প্রত্যেকটি বন্ধের মধ্যে কয়েক দিন রাখুন।

www.BANGLAKITAB.com

এইভাবে কয়েকবার রাখিলেই এক বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ হইবে। মোটকথা, সৎসংসর্গ এবং সূক্ষ্মবিদ আলেম দ্বারা নির্বাচিত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষাদান এই উভয় বিষয়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এইভাবে সন্তানদের ধর্ম ঠিক থাকিতে পারে। সময়ের অভাব হইলে উর্দু পুস্তক পড়িবেন নতুবা আরবী পুস্তক পাঠ করিতে পিছপা হইবেন না। কেননা, গভীর জ্ঞান ও তথ্যানুসন্ধানের ইহাই উপায়।

॥ এল্‌মে-দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ॥

আমি আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, ধর্মের খাতিরে আরবী না পড়াইলেও অন্ততঃ দুনিয়ার পারদর্শিতা ও যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য আরবী শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমি নিজে দেখিয়াছি, আরবী ছাড়াই যাহারা এম, এ পাশ করিয়াছে, তাহাদের তুলনায় আরবী সহ ম্যাট্রিকও নহে এমন ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রতিভা অনেক ঊর্ধ্বে। অতএব, দ্বীনের জন্য না হইলেও দুনিয়ার জন্য আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমি দুনিয়ার জন্য এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার পরামর্শ দিতেছি। আসল ব্যাপার এই যে, কোন না কোন সময় প্রতিক্রিয়া দেখানো এল্‌মে-দ্বীনের বৈশিষ্ট্য। যে-ব্যক্তি এই এল্‌ম অর্জন করে, তাহাকে ইহা দ্বীনদার বানাইয়া ছাড়ে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বলিয়াছি যে, দুনিয়ার জন্য হইলেও এল্‌মে-দ্বীন শিক্ষা কর। মোটকথা, যে ভাবেই হউক, এল্‌মে-দ্বীন হাছিল করা প্রয়োজন। ইহার সহিত ইংরেজী হইলেও ক্ষতি নাই। আমি ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে নিষেধ করি না। কিন্তু বর্তমানে ইসলামই বিপন্ন হইয়াছে। ইহা সামলানো আবশ্যকীয় নয় কি? এই জন্যই পরামর্শ দিতেছি যে, দুনিয়া সামলানোর জন্য দ্বীনেরই প্রয়োজন। এই কারণে আমি ভূমিকায় দাবী করিয়াছি যে, মৌলবীদের দলটিই হইল সবচেয়ে জরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ দল।

॥ ফাসাদ ও সংস্কার ॥

এক্ষণে এই দাবীটি উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণ করিতেছি। উক্ত আয়াতদ্বয়ের একটি অংশ হইতেছে لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا এখন এই অংশটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবীতে সংস্কারের পর ফাসাদ ছড়াইও না।

এক্ষণে ফাসাদ ও সংস্কার কি তাহাই বুঝুন। ইহার মীমাংসার জন্যই আমি পুরাপুরি দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছি—যাহাতে পূর্বাপর অর্থ দ্বারা বিষয়টি নির্দিষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

www.BANGLAKITAB.com

'গোপনে ও বিনয় সহকারে আপন প্রতিপালকের নিকট দোআ কর।' এবং পরে বলা হইয়াছে : وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا 'এবং ভয় ও আশা সহকারে তাঁহার এবাদত কর।'

'দোআ' (আহ্বান করা) দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ পরিচিত অর্থও হইতে পারে কিংবা দোআর অর্থ এবাদতও হইতে পারে। কোরআনে এবাদত অর্থেও দোআ ব্যবহৃত হইয়াছে : اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ আয়াতে কেহ কেহ দোআর অর্থ এবাদত লইয়াছেন। (অর্থাৎ, তোমরা আমার এবাদত কর আমি তাহা কবুল করিব।) আবার কেহ কেহ দোআর অর্থ দোআই রাখিয়াছেন এবং এবাদত শব্দের অর্থ দোআ লইয়াছেন। যেমন : إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي আয়াতে তাহা করা হইয়াছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ "ঐ ব্যক্তি হইতে কে অধিক পথভ্রষ্ট যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে।"

এখানে দোআর অর্থ এবাদত। মোটকথা, দোআ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত আয়াতে এবাদত অর্থ লইলে সারমর্ম এই হইবে যে, পূর্বে ও পরে এবাদতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে ফাসাদ ছড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এবাদত না করা ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা ইছলাহ্ তথা সংস্কারের অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, এবাদত আরম্ভ করার পর তাহা তরক করিও না।

পক্ষান্তরে দোআর অর্থ এবাদত না লইলে এবং উহাকে বাহ্যিক অর্থে রাখিলে আমার দাবী প্রমাণের জন্য আয়াতগুলি বাহ্যতঃ সহায়ক হইবে না। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, তখনও আয়াতগুলি আমার দাবীর স্বপক্ষে থাকিবে। কেননা, এবাদত দুই প্রকার। এক প্রকার এবাদতের উদ্দেশ্য শুধু ধর্ম এবং দ্বিতীয় প্রকার এবাদতের উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে দুনিয়াও হইয়া থাকে। সকলেই জানেন যে, এবাদত হিসাবে প্রথম প্রকার এবাদতই অধিক প্রবল।

এখন জানা দরকার যে, দোআ এমন এক প্রকার এবাদত যাহা দ্বারা দুনিয়াও তলব করা যায়। এই হিসাবে ইহা দ্বিতীয় প্রকার এবাদতের পর্যায়ভুক্ত হইবে। ইহা তরক করাকেই যখন ফাসাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তখন খাঁটি এবাদত তরক করা ফাসাদ হইবে না কেন? এতএব, কোরআন দাবী করিতেছে যে, এবাদত তরক করিলে পৃথিবীতে ফাসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া কোরআন এবাদত কায়েম করাকে সংস্কার আখ্যা দিতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, যখন এই আয়াত নাযিল করা হয়, তখন পৃথিবীর সর্বত্র কোথায় সংস্কার ছিল যে, উহার পর ফাসাদ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? তখন কাফেরেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারা সর্বদাই ফাসাদে লিপ্ত থাকিত। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংস্কার বলিয়া সংস্কারের আয়োজন অর্থাৎ নবী করীম (দঃ)কে প্রেরণ বুঝানো হইয়াছে। নবী প্রেরণই পৃথিবীর সংস্কারের আয়োজন ছিল। কাজেই আয়াতের মর্ম এই হইবে যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)কে প্রেরণ করিয়া সংস্কারের আয়োজন করিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে ইহার অর্থ হইবে পৃথিবীতে ফাসাদ করা। ইহার সারমর্ম এই যে, এবাদত অর্থাৎ দ্বীন না থাকা ফাসাদের কারণ। এখন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ করিতেছি।

॥ দ্বীন বা ধর্মের স্বরূপ ॥

ধর্ম কাহাকে বলে, প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন যাহাতে আয়াতের অর্থে আপনি কোনরূপ আশ্চর্যবোধ না করেন। ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বস্তুর সমষ্টির নাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধর্মের যে নির্যাস বাহির করিয়াছি তাহা এই যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ি আর বাস। কাহারও মতে নামাযও বাদ পড়িয়াছে। তাহারা من قال لا اله الا الله دخل الجنة হাদীস-এর মনগড়া তফসীর করিয়া আপন মযহাব বানাইয়াছে। ইহার উপর কেহ কেহ আরও সর্বনাশ করিয়াছে। তাহাদের মতে محمد رسول الله বাক্যাংশটি জরুরী অংশ নহে। আমি উপরোক্ত হাদীসের তফসীর দেখিয়াছি। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলকে স্বীকার করার উপর নাজাত বা মুক্তি নির্ভরশীল নহে। (নাউযুবিল্লাহ্)

বন্ধুগণ, মৌলবী সাহেবদের কান্নাকাটির কারণ এই যে, আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে কিন্তু আপনি টের পাইতেছেন না। বিজাতীয়গণ ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমরা ইসলামকে ছাড়িয়া দিতেছি—ইহা গযব বৈ কিছুই নহে। মোটকথা, আমরা ইসলামের নির্যাস বাহির করিয়াছি। এই কারণে আমি বলি যে, আসলে কয়েকটি জিনিসের সমষ্টির নাম ধর্ম। উহা পাঁচটি বস্তু। যথা (১) আকায়েদ (২) এবাদাত, (৩) মোয়ামালাত বা পারস্পরিক লেন-দেন, (৪) আদাবে মোয়াশারাত বা সামাজিকতার নিয়ম-কানুন এবং (৫) আখ্‌লাকে বাতেনী বা আধ্যাত্মিক চরিত্র। অর্থাৎ, অহংকার ও রিয়া না থাকা এবং নম্রতা, এখ্‌লাছ, অল্পেতুষ্টি, শোকর, ছবর ইত্যাদি থাকা। এই পাঁচটি বস্তুর নাম ধর্ম। বর্তমানে মুসমানদের মধ্যে সকলেই ইহাদের সবগুলি পালন করিতেছে না। কেহ কোনটি ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অন্য কেহ অন্যটি। কেহ আ'মল বাদ দিয়াছে, কায়কারবারের নীতি তরক করিয়াছে, আবার কেহ

www.BANGLAKITAB.com

ইসলামের সামাজিকতা বিসর্জন দিয়াছে। তাহারা নিজ সামাজিকতা ত্যাগ করিয়া বিজাতির সামাজিকতা অবলম্বন করিয়াছে। কেহ কেহ আধ্যাত্মিক চরিত্র ছাড়িয়া দিয়াছে ; বরং শেষোক্ত দুইটি বিষয়কে প্রায় সকলেই বাদ দিয়াছে।

এই বিবরণের পর আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীতে সংস্কার সাধনের মধ্যে দ্বীন অর্থাৎ, উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দখল রহিয়াছে এবং এই পাঁচটি বিষয়ের ত্রুটিই পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়াইবার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর সংস্কারে ইহাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কিরূপ দখল আছে—এখন চাক্ষুষভাবে তাহাই দেখিয়া লউন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির দখল একেবারে সুস্পষ্ট, যেমন চরিত্র। জননিরাপত্তার ব্যাপারে ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট। একটু লক্ষ্য করিলে জননিরাপত্তার ব্যাপারে কায়-কারবারের প্রভাবও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। কেননা, কায়-কারবারের যে সব আহ্‌কাম রহিয়াছে, উহাদের মোটামুটির স্বরূপ হইল এই যে, কাহারও হক্ বিনষ্ট করিও না। সুতরাং ঐক্য সাধনে লেন-দেনের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে শর্ত এই যে, ইহা শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া চাই। কেননা, শরীয়ত যেসব মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে, আপনার নিজস্ব বিবেক উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিবে না। উদাহরণতঃ, আপনি সময় হওয়ার পূর্বেই গাছের ফল বিক্রয় করিলেন ; কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ বিক্রয় হারাম। কেননা, গাছে ফল আসার পূর্বেই তাহা বিক্রয় করিলে অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয় করা হইল। এরূপ বিক্রয়ে যে কোন এক পক্ষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী ফল বিক্রয় করিলে কাহারও ক্ষতি হয় না। কাহারও ক্ষতি না হইলেই জননিরাপত্তা কায়েম হইতে পারিবে। সুতরাং দুনিয়ার শৃঙ্খলা বিধানে উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের প্রভাব স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। অবশিষ্ট তিনটি বিষয়ের প্রভাব অবশ্য অস্পষ্ট। কাজেই জননিরাপত্তার ব্যাপারে উহাদের প্রভাব প্রমাণিত করা প্রয়োজন।

॥ আকায়েদ ও জননিরাপত্তা ॥

প্রথম অর্থাৎ আকায়েদের ব্যাপারটি এইভাবে বুঝুন যে, তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাত এই তিনটি হইল প্রধান আকায়েদ। জননিরাপত্তার ব্যাপারে ইহাদের প্রত্যেকটির যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। চরিত্র ও লেন-দেন যে জননিরাপত্তায় প্রভাবশীল তাহা আপনি পূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতেই আমার এই দাবী প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

নমুনা হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত আরয করিতেছি। মিথ্যা কথা না বলা, সত্য বলা, সহানুভূতি দেখানো, স্বার্থপরতায় লিপ্ত না হওয়া ইত্যাদি সমস্তই চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। নাগরিক জীবনযাপনের কায়দা-কানুনসমূহের মধ্যে এগুলি প্রধান বিষয়। সমস্ত

www.BANGLAKITAB.com

পৃথিবীর শান্তি ইহাদের উপর নির্ভরশীল। ঘটনাবলী—পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত চরিত্রগুলি যদি এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—যাহাদের একজন তাওহীদ ও রেসালতে বিশ্বাসী ও অপরজন বিশ্বাসী নহে, তবে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকিবে। অর্থাৎ, তাওহীদে অবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে এইসব চরিত্র সীমাবদ্ধ সময়ে প্রকাশ পাইবে। যতক্ষণ এইসব চরিত্র অবলম্বন করিলে তাহার দুনিয়ার স্বার্থ ব্যাহত না হয়, কিংবা ইহাদের বিপরীত চলিলে লোকসম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এইসব চরিত্র অবলম্বন করিবে। যদি কোথাও এমন হয় যে, এইসব চরিত্র অবলম্বন করিলে তাহার সাংসারিক ক্ষতি হয় এবং ইহাদের বিপরীত চলিলে অন্যেরা টেরও পাইবে না, ফলে দুর্নামের আশঙ্কা নাই, তবে এমন ক্ষেত্রে এই তাওহীদ ও রেসালতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি এইসব চরিত্র অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারিবে।

আমরা প্রায়ই দেখি—কাফের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে তাহারা ততদিন উহা পালন করিয়া চলে, যতদিন স্বার্থ উদ্ধার হইতে থাকে কিংবা লঙ্ঘনে নিজের কোন ক্ষতি হয়। চুক্তি লঙ্ঘন করিলে যদি কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তবে তাহারা উহা লঙ্ঘন করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করে না।

কিংবা মনে করুন দুই ব্যক্তি একত্রে সফর করিতেছে। এক জনের নিকট এক লক্ষ টাকা আছে এবং অন্য জন উপবাসে দিনাতিপাত করে। ঘটনাক্রমে লক্ষপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন সঙ্গী ব্যক্তির সম্মুখে এক লক্ষ টাকা হস্তগত করার সুযোগ উপস্থিত। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলিতে একমাত্র নাবালেগ ছেলে আছে। মৃত ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ টাকা আছে বলিয়া অন্য কেহ ঘুণাক্ষরেও জানে না। এমতাবস্থায় নফ্‌স ও চরিত্রের মধ্যে দারুন সংঘর্ষ হইবে। চরিত্র বলিবে, এই টাকা নাবালেগ ওয়ারিসের নিকট পৌঁছানো উচিত। পক্ষান্তরে নফ্‌স প্ররোচিত করিবে যে, যখন এই টাকা আত্মসাৎ করায় কোন প্রকার দুর্নামের ভয় নাই এবং কোনরূপ বিপদেরও আশঙ্কা নাই, তখন উহা হস্তগত করা হইবে না কেন? এই দ্বিমুখী সংঘর্ষের মধ্যে আমার মনে হয় না যে, শুধু চরিত্রবল মানুষকে এহেন বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারিবে।

অতএব, যে-ব্যক্তি শুধু চরিত্র-জ্ঞানের অধিকারী এবং খোদা ও আখেরাতে বিশ্বাসী নহে, সে কিছুতেই এই খিয়ানত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। হাঁ, চরিত্র-জ্ঞানের সাথে সাথে খোদা ও কিয়ামতে বিশ্বাস থাকিলে সে অনায়াসে নিজকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে। কেননা, সে জানে, আমি এখানে যদিও বাঁচিয়া যাই এবং কোনরূপ শাস্তি ভোগ না করি, তথাপি কিয়ামতের দিবস অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

আরও একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। আমার হাতে প্রায়ই এমন ডাকটিকেট আসে—যাহাতে পোষ্টঅফিসের সীল-মোহরের কোন চিহ্ন থাকে না। আমি সেগুলি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিলেও কাহারও কিছু বলিবার নাই। কেননা, ডাকঘরের কর্মচারীও তাহা জানিবে না এবং অন্য কেহও দেখিবে না। কিন্তু একমাত্র খোদার ভয়ে প্রায়ই আমি প্রথমেই এই ধরণের টিকেটগুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া দেই, এরপর পত্র পাঠ করি। এমনিভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অন্তরে খোদার ভয় বিদ্যমান থাকিলেই অন্যের অধিকার সম্বন্ধে পুরাপুরি সচেতন হওয়া যায়।

নমুনা হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিলাম। নতুবা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে 'মাআলুত্তাহ্যীব' পুস্তিকাটি দেখা দরকার। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবাবিষ্কৃত সভ্যতার কুফল দুনিয়াতেই প্রকাশ পাইবে। লেখক ইহার প্রত্যেকটি অনিষ্ট উল্লেখ করিয়া উপসংহারে : فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ লিখিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন নূতন সভ্যতার ধ্বজাধারীদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' মোটকথা, চরিত্র ঠিক হইলেই শান্তি ও সভ্যতা কায়েম থাকিতে পারে এবং আকায়েদ দুরুস্ত না হওয়া পর্যন্ত চরিত্র ঠিক হইতে পারে না।

॥ শরীয়তের আ'মল ও জননিরাপত্তা ॥

এখন আ'মলের প্রভাব লক্ষ্য করুন। খোদা চাহে তো ইহাও চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার ফলে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। সকলেই জানেন, নম্রতা চরিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহার অভাবে সারা বিশ্বে অনর্থের সৃষ্টি হয়। কারণ, অনর্থের উৎস হইল অনৈক্য, আর অহঙ্কার হইতে অনৈক্যের সৃষ্টি। কেননা, আপনি যদি অহঙ্কার না করেন এবং আমাকে বড় মনে করেন, আর আমিও যদি আপনাকে বড় মনে করি, তবে অনৈক্য সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐক্য লাভ করিতে হইলে নম্রতা সৃষ্টি করিতে ও অহঙ্কার মিটাইতে হইবে। নামায দ্বারা চমৎকাররূপে এই নম্রতার অভ্যাস হয়। নফ্‌সের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাকে হেয়তা শিক্ষা না দিলে ইহাতে ফেরাউনী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করে। নামাযের শুরুতেই আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান্)-এর শিক্ষা নিহিত আছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার মনে মুখে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করিবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা রুকূ-সেজ্‌দা করিবে এবং মাটিতে মস্তক রাখিবে, নিজকে কিরূপে বড় মনে করিতে পারে?

www.BANGLAKITAB.com

বলিতে পারেন যে, এইভাবে নামাযী ব্যক্তি অবশ্য নিজেকে খোদা হইতে বড় মনে করিবে না ; কিন্তু অপরাপর লোক হইতেও বড় মনে না করার তো কোন কারণ নাই। উত্তরে বলিব যে, অনভিজ্ঞতার কারণেই এই প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। মনে করুন, তহ্‌শীলদার ব্যক্তি নিজ ক্ষমতার জোশে তহ্‌শীলদারী করিতেছে ; কিন্তু হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট কিংবা গভর্ণর আগমন করিলে সে নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবিতে থাকে যে, তাহার সমস্ত ক্ষমতা যেন রহিত হইয়া গিয়াছে। তখন কেহ তাহাকে হুযুর বলিলেও তাহা বন্দুকের গুলীর ন্যায় অনুভূত হয়।

সেমতে যাহার অন্তরে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব আসন গাড়িয়া বসে, সে নিজেকে পিপড়ার চেয়েও বেশী অসহায় ও অক্ষম মনে করে। কেননা, উপরওয়ালার উপস্থিতিতে অধীনস্থদের উপরও কোন ক্ষমতা থাকে না। অতএব, আল্লাহু আকবারের শিক্ষায় অহঙ্কারের মূল উৎপাটিত হইয়া যায়। ফলে অনৈক্যের অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

তেমনি পাশবিক শক্তির কারণে দুনিয়াতে অহরহ যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। রোযার কারণে পাশবিক শক্তি দমিত হইয়া যায়।

যাকাতের কার্যকারিতাও তদ্রূপ। ইহাতে যে শুধু যাকাত দাতার প্রতি যাকাত গ্রহিতার অন্তরে ভালবাসা জন্মে, তাহাই নহে ; বরং অপরাপর লোকগণও যাকাত দাতাকে ভালবাসিতে বাধ্য হয়। দানশীলতার কারণেই হাতেমতায়ীকে সকলেই ভালবাসে। এই ভালবাসা হইতেই ঐক্য জন্মলাভ করে। অতএব, বুঝা গেল যে, ঐক্য স্থাপনে যাকাতের প্রভাব অনেক।

হজ্জ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে, ইহাতে সারা বিশ্বের লোক এক কাজে এক সময়ে এবং এক স্থানে একত্রিত হয়। তাহারা সকল প্রকার অহঙ্কারের বস্তু হইতে খালি হইয়া মহান দরবারে হাযির হয়। ঐক্য স্থাপনে ইহার প্রভাব অত্যধিক। যেমন পূর্বেও উল্লেখিত হইয়াছে। মনোভাবের এই ঐক্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই হজ্জের অগণিত লোকের সমাবেশে দুর্ঘটনা খুবই বিরল। অথচ হজ্জের জনসমাবেশের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের অন্যান্য সমাবেশে প্রচুর পরিমাণে দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

তবে কেহ কেহ হয়ত বদ্দুদের খুন খারাবীর কথা উঠাইবেন। আসলে তাহাদের উদ্দেশ্য লুটতরাজ ও খুন খারাবী নহে ; বরং তাহারা এক পর্যায়ে হাজীদের বেপরওয়া মনোভাবের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের দেশের গাড়ী চালকদের ন্যায়। ঘাস-পানি বেশী পরিমাণে দিলে তাহারা সন্তুষ্ট। নতুবা দেখিবেন কেমন পা ছড়াইয়া বসে—গাড়ী চালাইতেই চায় না। তেমনি বদ্দুদের মনখুশী করিলে এবং একটু বেশী পুরস্কার দিলে তাহারা হাজীদের জন্য যথেষ্ট আরামের

www.BANGLAKITAB.com

ব্যবস্থা করে। আপনি হয়ত শুনিয়া থাকিবেন যে, বদ্দুরা পাথর মারিয়া মারিয়া টাকা ছিনাইয়া লইয়া যায়। প্রথমতঃ এরূপ ঘটনা খুবই কম ঘটে। ঘটিলেও তাহা তথাকার বদ্দুদের দ্বারা নয়; বরং গ্রাম্য এলাকার যেসব বুদ্দু তথায় ছড়াইয়া থাকে, তাহারাই এইসব কুকাণ্ড করে। তাহারা সব সময় এরূপ করিতে পারে না; বরং হাজিগণ যখন নিজকে হেফাযতে রাখে না এবং কাফেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখনই এইসব দুর্ঘটনার সুযোগ হয়। মোটকথা, ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে হজ্জের প্রভাব খুব বেশী। ইহার বড় কারণ এই যে, হজ্জের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম আপাদমস্তক নম্রতায় পরিপূর্ণ।

॥ শরীয়তের সামাজিকতা ও জননিরাপত্তা ॥

বাকী রহিল সামাজিকতার কথা। চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, সামাজিকতার যে-সমস্ত রীতিনীতি হইতে অহঙ্কার ফুটিয়া উঠে, শরীয়তে একমাত্র সেগুলিই না-জায়েয। উদাহরণতঃ, নাজায়েয চালচলন শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা, যাবতীয় নাজায়েয চালচলন হইতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যাহারা শরীয়ত-বিরোধী চালচলনে অভ্যস্ত, তাহারা এখন আপন মনের অবস্থা নোট করুন। এরপর এক সপ্তাহকাল শরীয়তসম্মত চালচলন অবলম্বন করিয়া তখনকার মনের অবস্থার সহিত পূর্বের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। আমার এই বক্তব্যটি মোটেই দুর্বোধ্য নহে; বরং সকলেই অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারেন।

এ সম্পর্কে আরও একটি বক্তব্য আছে। তাহা উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। তাহা এই যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেমতে আ'মল, আকায়েদ ও সামাজিকতারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা এই যে, এগুলির ফলে অন্তরে এক প্রকার নূর পয়দা হয়। এই নূরের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান হইয়া যায়। সে কাহাকেও কোন রকম কষ্ট দেয় না। হাদীসে বলা হইয়াছে: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده 'যাহার মুখ ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে—অর্থাৎ, সে তাহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়, সে-ই সত্যিকার মুসলমান।'

পরিশেষে আমি আরও একটি বিষয় বর্ণনা করিতেছি। ইহা ধর্মের সবগুলি অঙ্গেই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। তাহা এই যে, সাংসারিক উপকার ধর্মের উদ্দেশ্যই নহে; বরং ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল খোদার সন্তুষ্টি বিধান। খোদা তা'আলা রাযী হইলে তিনি নিজেই সাংসারিক মঙ্গলসমূহের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন:

من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ٥

www.BANGLAKITAB.com

"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তাহার জন্য (সাংসারিক বিপদাপদ হইতে) মুক্তির পথ খুলিয়া দেন এবং এমন স্থান হইতে রুজী পৌঁছাইয়া দেন যাহা তাহার কল্পনায়ও থাকে না।"

এইভাবে ধর্মের সংশোধনের ফলে দুনিয়ার সংশোধন হয়। তবে ধর্মের কাজ এই নিয়তে করিবেন না যে, খোদা রাযী হইলে দুনিয়ার উদ্দেশ্য সফল হইবে; বরং কবির ভাষায় একমাত্র এই নিয়তে করা :

دلا رامے کہ داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

(দিলারামে কেহ্‌ দারী দিল দরো বন্দ + দিগর চশ্‌ম আয হামা আলম ফেরুবন্দ)

অর্থাৎ, 'তোমার যে প্রেমাস্পদ রহিয়াছে—উহাতেই অন্তরকে আবদ্ধ রাখ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখ।'

সাংসারিক মঙ্গলের কথা নিয়তের সম্মুখে উপস্থিত হইলে এই কবিতা পড়িয়া দিন :

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار + بگزارند و خم طرهٔ یارے گیرند
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار + کار ملك ست آنکه تدبیر و تحمل بایدش

(মাছলেহাত দীদেমান আঁনাস্ত কেহ্‌ ইয়ারাঁনে হামাকার
বগুযারান্দ ও খুম তুর্‌রায়ে ইয়ারে গীরান্দ
রেন্দে আলম সুয রা বামাছলেহাত বীনী চেহ্‌কার
কারে মুল্‌ক আস্ত আঁকেহ্‌ তাদবীর ও তাহাম্মুল বায়াদশ)

'ইহাই মঙ্গল যে, প্রেমিকগণ সমস্ত কাজ-কর্ম ছাড়িয়া প্রেমাস্পদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া রাখিবে। সংসার প্রজ্বলনকারী ব্যক্তির জন্য মঙ্গলের প্রতি লক্ষ করার কি দরকার? কলাকৌশল অবলম্বন ও সহনশীলতা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপার বৈ নহে।'

মঙ্গল লাভ আমাদের লক্ষ্য না হইলেও তাহা অবশ্যই হাছিল হইবে। অনুগত চাকর তাহাকেই বলা হয়, যে প্রভুর সন্তুষ্টিকে আপন মঙ্গলের উপর অগ্রাধিকার দেয় এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না। পক্ষান্তরে এরূপ না করিলে সেই চাকরকে স্বার্থপর বলা হইবে। প্রভুর সন্তুষ্টি বিধান করিলে প্রভু নিজ গুণে চাকরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। বলিতে কি, কাহারও নির্দেশের অনুগত থাকার মধ্যেই শান্তি নিহিত রহিয়াছে। নির্দেশের মঙ্গলামঙ্গল বোধগম্য হউক বা না হউক। প্রত্যেক কাজেই মঙ্গল চিন্তা করিলে কোন কাজ করিতে পারিবে না। অফিসের কর্মচারী অফিসের কাজের সময়ও যদি হিসাব করিতে থাকে যে, বেতনের টাকা কোথায় কোথায় কত ব্যয় করা হইবে, তবে তাহার অফিসের কাজ নষ্ট না হইয়া পারে না।

জনৈক কেরানীর একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা সে স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিতেছিল। ঘটনাক্রমে এক পাখী তথায় পায়খানা করিয়া দেয়। সে রাগ

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া পাখীটিকে খুব নোংরা একটি গালি ঝাড়িয়া দিল। গালির দিকে বেশী মনোনিবেশ হওয়ার কারণে গালিটি অলক্ষেই চিঠিতে লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। পত্র পাইয়া স্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হঠাৎ বিনামেঘে এই বজ্রপাতের কারণ জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিলে কেরানী সাহেব আদ্যোপান্ত ঘটনা জানাইয়া দিল। সবকিছুতেই মঙ্গলামঙ্গলের পিছনে পড়িলেও এইরূপ অবস্থা হইতে বাধ্য। অর্থাৎ, আসল কাজই পণ্ড হইয়া যাইবে।

মোটকথা, কাজের সময় ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দেওয়া স্বয়ং কাজের জন্য বাধাস্বরূপ। বন্ধুগণ, যেসব মজুর সড়ক পিটায়, তাহারা যদি পিটাইবার সময় পয়সার কথা চিন্তা করে, তবে সে অবশ্যই নিজ শরীরে আঘাত পাইবে। আঘাত হইতে বাঁচিতে হইলে তখন মজুরীর কথা চিন্তা করা যাইবে না; বরং কাজের প্রতিই ধ্যান রাখিতে হইবে। দুনিয়ার কাজ-কর্মে মানুষ এইসব রীতিনীতিকে জরূরী মনে করে। অথচ ধর্মের কাজেও ইহা জরূরী হওয়া সত্ত্বেও এগুলি পালন করে না।

আমি এ সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য পেশ করিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জননিরাপত্তার ব্যাপারে ধর্মানুগত্যের প্রভাব অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রকার রুচির কারণেই আমি তিন প্রকার বক্তব্য উপস্থিত করিলাম। ধর্মীয় আইন-কানুনের ইহাই সৌন্দর্য যে, ইহাদের দ্বারা প্রত্যেক রুচি অনুযায়ীই ধর্মের সৌন্দর্য প্রমাণিত হইয়া যায়। কাজেই ধর্ম যেন নিম্নোক্ত কবিতারই হুবহু প্রতীক ঃ

بہار عالم حسنش دل وجاں تازہ میدارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

(বাহারে আলমে হুস্‌নাশ দিল ও জাঁ তাযা মীদারাদ
বরঙ্গ আছহাবে ছুরত রা ববূ আরবাবে মা'না রা)

কোরআনের বিশ্ব-সৌন্দর্য যাহার মন-প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। বাহ্যদর্শী অর্থাৎ, যাহারা শুধু পাঠ করিতে জানে, তাহাদিগকে রং দ্বারা এবং ভাবান্বেষী অর্থাৎ, যাহারা অর্থও বুঝে, তাহাদিগকে সুগন্ধি দ্বারা সঞ্জীবিত করে।

মোটের উপর যে দিক দিয়াই চান, যাচাই করুন এবং করান, আলহামদুলিল্লাহ্ একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, একমাত্র খোদার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমেই শান্তি স্থাপন সম্ভবপর। প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মুসলমান নহে এমনও অনেক জাতি রহিয়াছে। তাহারা শরীয়তের আহ্‌কামেরও পাবন্দী করে না। তাহাদের মধ্যে কিরূপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে? আমি পূর্বেই ইহার মোটামুটি উত্তর দিয়াছি। এখন উহার বিস্তারিত বিবরণ "মা'আলুত্তাহ্‌যীব" পুস্তিকায় দেখিয়া লইতে বলিতেছি। পুস্তিকাটি নেযামী ছাপাখানা, কানপুর—এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। উহাতে নয়টি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তিকাটি মুসলমান ছেলেদিগকে পড়াইবার যোগ্য।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, একমাত্র ধর্মের উপরই যে, সাধারণ শান্তি নির্ভরশীল, তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল।

॥ বিদ্রোহের পরিণাম ॥

হাদীসে বলা হইয়াছে : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله "যত দিন পৃথিবীতে কোন 'আল্লাহ্' নাম উচ্চারণকারী বিদ্যমান থাকে তত দিন কিয়ামত আসিবে না।" উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসের মতলবও খুব সম্ভব বোধগম্য হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহার কারণ এই যে, ইসলাম আনুগত্যের ধর্ম আর কুফর পরিষ্কার বিদ্রোহ। পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের রীতি এই যে, কোন শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেশী হইলে সেখানে তো কামান দাগিয়া দেওয়া হয়। যদি খোদা তা'আলাও এরূপ করিতেন, তবে প্রায় সময়ই তোপ কামান গর্জিতে থাকিত। কিন্তু খোদা তা'আলা আপন রহমতে এই আইন করিয়া দিয়াছেন যে, একজন বাদে সকলেই বিদ্রোহী হইয়া গেলেও একজনের বদৌলতে সকলেই নিরাপদ থাকিবে। হাঁ, বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িলে তাহা দমন করার জন্য ধ্বংস কার্যও ব্যাপক হইবে।

ইহাতে আরও একটি বিষয় বোধগম্য হইয়া গেল। তাহা এই যে, অনেক আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণকারী অসহায় ব্যক্তিদিগকে আপনি ঘৃণার চোখে দেখেন বটে, কিন্তু তাহারাই আপনার স্থায়িত্বের কারণ। একজনের কারণে সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখা—আল্লাহ্ তা'আলার এই যে নিয়ম, আমাদেরও উচিত ইহার অনুসরণ করা। শায়খ বলেন : مراعات صد كن برائے يكے একজনের কারণে সকলের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখ। আরও বলেন : خورند از برائے گلے خارها 'একটি ফুলের জন্য দশ জায়গায় কাঁটার খোঁচা খায়।' এহেন খোদার নাম উচ্চারণকারী অসহায় লোকদের খাতিরে আমাদেরও কষ্ট সহ্য করা উচিত। মোটকথা, এরূপ লোক একজনও অবশিষ্ট না থাকিলে তখন কামান দাগিয়া দেওয়া হইবে এবং সবকিছু ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। অতএব, আনুগত্য দ্বারাই তামাদ্দুন ও শান্তির স্থায়িত্ব।

এখন বুঝা দরকার যে, আনুগত্য একটি আ'মল এবং এল্‌ম ব্যতীত আ'মল না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই জননিরাপত্তার জন্য এল্‌মে-দ্বীনের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। আলেমগণ হইলেন এল্‌মে-দ্বীনের ধারক। এখন বলুন, এই দলটি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী দরকারী হইল, না সবচেয়ে বেশী বেকার ?

আমার বক্তব্যের কোন অংশে কাহারও সন্দেহ থাকিলে বিসমিল্লাহ্ আমি সর্বদাই তাহা নিরসণের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি কোনরূপ ভাবালুতার আশ্রয় লই নাই এবং কাহারও পক্ষপাতিত্ব করি নাই : আমি পরিষ্কার বলিতেছি যে, আলেমদের দুর্নাম রটনাকারীদের মধ্যে কেহ কেহ নেক মনোভাব সম্পন্নও আছেন। তাঁহারা আমার

www.BANGLAKITAB.com

আলোচনা হইতে স্বতন্ত্র। তবে তাঁহারাও নিজেদের সংশোধন করার পর আলেমদের দলে ভিড়িতে চাহিলে তাঁহাদিগকে স্বাগতম জানানো হইবে। কবির ভাষায় :

هر که خواهد گو بیاو هر که خواهد گو برو

داروگیر و حاجب ودربان درین درگاه نیست

(হরকেহ খাহাদ গো বেয়াও হরকেহ খাহাদ গো বেরু
দারুগীর ও হাজেব ও দরবাঁ দরই দরগাহ নীস্ত)

অর্থাৎ, 'যে আসিতে চায়, তাহাকে আসিত বল এবং যে বাহির হইতে চায়, তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বল। এই দরবারে বাধাদানকারী দারোয়ান ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নাই।' লক্ষ বছরের এবাদতকারী যদি গোঁ ধরে, তবে তাহাকে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দাও এবং লক্ষ বছরের কাফের আসিতে চাহিলে বিসমিল্লাহ্ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ কর।

॥ তালেবে এল্‌ম ও জনগণ ॥

বন্ধুগণ! আশা করি উপরোক্ত বর্ণনায় মুসলমানদের সম্মুখে প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন আমি নেহায়েত আদবের সহিত তালেবে এল্‌মদিগকেও সামান্য কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু এল্‌ম ও আমলের কারণেই আপনাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। নতুবা আপনারা কিছুই নহেন। আরও স্মরণ রাখুন—খাদ্য যতই নরম ও সুস্বাদু হয়, তাহা ততই বেশী ও তাড়াতাড়ি দুর্গন্ধময় হইয়া যায়। অতএব, সঠিক পথে থাকিলে আপনাদের সত্তা যত বেশী উপকারী, সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাদের সত্তা তত বেশী ক্ষতিকর ও ফাসাদের কারণ। এই জন্য নিজেকে সংশোধন করাও আপনাদের পক্ষে নেহায়েত জরূরী। আপনাদের সংশোধন দুই উপায়ে হইতে পারে। প্রথমতঃ, ছাত্রাবস্থায় দ্বীনদার উস্তাদ নির্বাচন করুন। ধর্মভ্রষ্ট উস্তাদের নিকট কখনও শিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। ছাত্রাবস্থা বীজ বপণের সময়। দ্বিতীয়তঃ, কিছু দিন লেখাপড়া করার পর কোন খোদা পরস্ত বুযুর্গের সংসর্গ অবলম্বন করুন। এগুলি করিলেই আপনারা দ্বীনের খাদেম হইতে পারিবেন। জনগণ তখন আপনাদের পদযুগল ধৌত করার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

॥ গায়ের আলেমের প্রতি সম্বোধন ॥

এখন আলেম নহে—এরূপ ব্যক্তিদিগকেও আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আপনারা যদি কোন আলেমকে উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন না দেখেন, তবে তাহার কথা বাদ দিন, তাহার অনুসরণ করিবেন না। সে কোন সরকারী লোক নহে যে, উপেক্ষা করিলে ক্ষতি হইবে। তবে স্মরণ রাখিবেন, প্রকৃত গুণসম্পন্ন আলেমও এইসব

www.BANGLAKITAB.com

নিষ্কর্মাদের মধ্যেই মিশিয়া থাকেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য ইহাদের খেদমত করুন। তবেই তাহাকে পাইবেন। مراعات صد کن برائے یکے 'একজনের জন্য একশত জনের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।' ইহার অর্থও তাহাই।

শায়খ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি মেহ্‌মান ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। এক দিন ঘটনাক্রমে জনৈক অগ্নি পুজারী মেহ্‌মান হইল। সে খানা আরম্ভ করিতে যাইয়া বিসমিল্লাহ্ বলিল না। ইহাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) রুষ্ট হইয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ এই মর্মে ওহী নাযিল হইল ঃ

گر آدمی بود پیش آتش سجود + تو واپس چرا میکشی دست جود
خورش ده بکنجشک و کبک و حمام + کہ شاید ہمائے در افتاد بدام

(গর আদমী বুরাদ পেশে আতশ সুজুদ + তু ওয়াপেস চেরা মীকাশি দস্তে জুদ
খুরাশ দেহ্ বকন্‌জশক ও কবক ও হামাম + কেহ্ শায়াদ হুমায়ে দর উফতাদ বদাম)

"কোন ব্যক্তি যদি অগ্নির সম্মুখে সেজ্‌দা করে, তবে তুমি আপন দানের হস্ত টানিয়া লইতেছ কেন? চড়ুই, কবুতর ও কাককে খোরাক দাও। এইভাবে হুমা পক্ষীও জালে পড়িয়া যাইতে পারে।" আরও বলেন ঃ

چو ہر گوشہ تیر نیاز افگنی + بناگاہ بینی کہ صیدے کنی

(চু-হর গুশা তীর নেয়ায আফগানী + বনাগাহ্ বিনী কেহ্ ছায়দে কুনী)

অর্থাৎ, "চতুর্দিকে আকাঙ্ক্ষার তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে হঠাৎ দেখিতে পাইবে যে, তুমি একটি না একটি শিকার ধরিয়া ফেলিয়াছ।"

কোন শিকারী হুমা পক্ষী শিকার করিতে চাহিলে সে চিল কাককে উড়াইয়া দেয় না। ইহাদের সঙ্গেই হুমা পক্ষীও জালে আবদ্ধ হইয়া যায়।

তদ্রূপ আমরা যদি বাছাই করিয়া ছেলেদিগকে শিক্ষা দেই এবং তাহাদের দোষ খুঁজিয়া বাহির করি, যেমন আজকাল করা হয়, তবে খোদার কসম, অনেক মেধাবী ছেলেও এল্‌মের দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। কেননা, এমন অনেক ছেলে দেখা যায়, যাহাদের যোগ্যতা প্রথম-প্রথম ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাদের জ্ঞান-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। সুতরাং সকলেরই খেদমত করা উচিত। তাহাদের মধ্য হইতেই মনিমুক্তা বাহির হইয়া আসিবে।

জনৈক বাদশাহযাদার মণি রাত্রিবেলায় জঙ্গলে পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে বাদশাহযাদা নির্দেশ দেন—জঙ্গলের সমস্ত কঙ্কর একত্রিত কর, আলোতে দেখিয়া লইব। অবশেষে উহাদেরই মধ্য হইতে মণি বাহির হইয়া আসিল।

www.BANGLAKITAB.com

কাজেই আপনি বাছাই * করা হইতে বিরত থাকুন এবং তাহাদের কোন কাজেই প্রতিবাদ করিবেন না। হাঁ, আপনি যদি তালেবে এল্‌মদের সহিত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আপন সন্তান মনে করেন, তবে আদর ও হিতাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহাদের দোষ-ত্রুটিতে শাসন করুন। ইহাতে তাহারা বুঝিবে যে, "শাসন তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো।"

آں را کہ بجائے تست ہر دم کرمے + عذرش بنہ ار کند بعمرے ستمے

(আঁরা কেহ্ বজায়ে তুস্ত হরদম করমে + ওযরাশ বেনেহ্ আর কুনাদ বওম্‌রে সেতামে)

অর্থাৎ, 'যে-ব্যক্তি তোমার প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহ করে, সে কোন সময় কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ।'

মোটকথা, সন্তানের যতদুর শাসন করা যায়, ততদুর শাসন করার অনুমতি আছে। এর বেশী নহে।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে আলেম ও ধর্মের প্রয়োজন খুব বেশী। তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখুন। কিন্তু সম্পর্ক রাখার অর্থ এই নয় যে, চাঁদার টাকা দিয়াই নিশ্চিত হইয়া যাইবেন। টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌ই দিবে; বরং তাহাদের সহিত খোলা মনে মিলিত হউন, তাহাদের নিকট মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করুন। এইভাবে আপনাদের মনে ধর্ম ও ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে। হাদীসের এই সত্য ওয়াদাও আপনাদের বেলায় পূর্ণ হইয়া যাইবে: المرء مع من احب (কিয়ামতের দিন) "মানুষ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে উত্থিত হইবে, দুনিয়াতে যাহাকে সে ভালবাসিত।" তাহাদের প্রতি যদি আপনাদের ভালবাসা জন্মে, তবে খোদা চাহে তো খোদার প্রতিও সত্যিকারের ভালবাসা জন্মিবে। কেহ কেহ আলেমদের প্রতি মনোযোগ দেয় না; কিন্তু এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, আলেমগণ আমাদের কোন খবর লয় না। ভাইগণ, রোগী নিজেই চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসক স্বেচ্ছায় রোগীর নিকট যায় না। এমতাবস্থায় চিকিৎসক সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় না কেন? সিভিল সার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা নাজায়েয এবং আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা জায়েয—আপনাদের ধারণা তাই নহে কি?

---

* এই বাছাই না করার উক্তিটি ঐ তালেবে এল্‌মের বেলায় প্রযোজ্য, যাহার শুধু উপকারী না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য যে তালেবে এল্‌ম ধর্মের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া জানা যায়, তাহাকে অনুসৃত হওয়ার সীমা পর্যন্ত কখনও পড়াইবেন না। তবে আমলের উপযুক্ত শিক্ষা তাহাকেও দেওয়া ফরয।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ, আপনারা আলেমদিগকে স্বীয় অবস্থা কবে জানাইলেন? আপনারা যদি দুইবার তাহাদের নিকট যাইয়া নিজ রোগের অবস্থা জানান, তবে তাঁহারা এতই মেহেরবান যে, নিজে চারিবার আসিয়া খবর লইবেন। আজকাল মৌলবীগণ এই কারণেও দূরে সরিয়া থাকেন যে, স্বেচ্ছায় আপনাদের নিকট গেলে উহাকে স্বার্থপরতা মনে করা হয়। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদোক্তি আছে ঃ

نِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ وَبِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ

যে ধনী ব্যক্তি গরীবের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, সে খুবই ভাল এবং যে গরীব ব্যক্তি ধনীর দুয়ারে হাযির হয়, সে খুবই মন্দ।

সম্পর্ক রাখার ইহাই হইল অর্থ। আপনি তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিলে, তাঁহারাও আপনার প্রতি বেশী মনোনিবেশ করিবেন। ইহাতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি হইবে। তবে দুনিয়াদারদের তরফ হইতেই ইহার সূচনা হওয়া দরকার। এইরূপ সম্পর্কের মাধ্যমেই আপন সন্তানদিগকে এলমে-দ্বীন শিক্ষা দিন।

মোটকথা, এগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহা হাছিল করার জন্য সচেষ্ট হউন। এখন বক্তব্য শেষ করিতেছি। দোআ করুন, খোদা যেন আমাদিগকে এল্‌ম ও আমলের তৌফীক দেন।

www.BANGLAKITAB.com

গাফিলতের কারণ

আওলাদের ও মালের মহব্বত সম্পর্কে এই ওয়াজ মুরাদাবাদস্থ মসজিদ পীর গায়েবে ২৫শে ছফর ১৩৩১ হিঃ বাদ আছর অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এক ঘণ্টা পনর মিনিট পর্যন্ত চলে। মাওলানা ছায়ীদ আহমদ সাহেব থানবী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

◎

মানুষ মনে করে যাহাকিছু তাহার নিকট আছে সবই আমাদের মাল ; সুতরাং যথা ইচ্ছা তাহা ব্যয় করিব। কিন্তু ইহা মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের নিকট যাহা আছে সবকিছুই হক তা'আলার। সে শুধু আমানতদার। খোদা যেখানে অনুমতি দেন শুধু সেখানেই তাহা ব্যয় করিবার অধিকার আছে। খোদা যেক্ষেত্রে ব্যয় করিতে নিষেধ করেন, সেখানে ব্যয় করার অধিকার তাহার মোটেই নাই।

◎

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○

আয়াতের অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে তোমাদের মাল আওলাদ যেন খোদার স্মরণ হইতে গাফেল না করিয়া দেয়। যাহারা এরূপ করিবে, তাহারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত।

www.BANGLAKITAB.com

॥ রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বক্তব্য নির্ধারণ ॥

উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে ইহা শুনিয়া লওয়া জরুরী যে, মহিলাদিগকে উপকার পৌঁছানই অদ্যকার বর্ণনার প্রধান লক্ষ্য। মহিলাগণ পাঠ্যপুস্তক স্বল্পই পাঠ করে কিংবা মোটেই করে না। তাছাড়া তাহারা আলেমদের সংসর্গ খুবই কম লাভ করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি খুবই সাদাসিধা। তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে বিষয়বস্তু সাদাসিধা বর্ণনা করা হইবে। সেমতে এই বর্ণনা শুনিয়া হয়তো শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে আনন্দ দান আমার উদ্দেশ্যও নহে। জিজ্ঞাসা করি, ঔষধ পান করিয়া কে আনন্দ লাভ করিতে চায়? ঔষধ পান করার আসল উদ্দেশ্য হইল রোগমুক্তি। সেজন্য ঔষধ যতই তিক্ত ও বিস্বাদ হউক না কেন, উদ্দেশ্য হাছিলে সহায়ক ও উপকারী হওয়ার দরুন তাহা সহ্য করিয়া লওয়া হয়। আত্মশুদ্ধির জন্য ওয়াযও ঔষধের ন্যায় সেমতে আনন্দ উপভোগ ইহার লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। ওয়াযের মধ্যে আনন্দরস সঞ্চার করার প্রতি মনোযোগী হওয়াও ওয়ায বর্ণনাকারীর পক্ষে সমীচীন নহে। তবে আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত না হইলে এমন জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু বর্ণনা করায় দোষ নাই—যাহাতে শিক্ষিত লোকগণ আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। উদাহরণতঃ চিকিৎসকগণও ঔষধের সহিত চিনি মিছরী অথবা শরবত মিলাইয়া দেন—যাহাতে মানুষের রুচি সহজে তাহা কবুল করিতে পারে। এক্ষণে যেহেতু মহিলারাই সম্বোধিত এবং তাহাদের উপকার পৌঁছানোই প্রধান লক্ষ্য, তাহারা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আকৃষ্ট নহে এবং উহাতে আনন্দও পায় না, এই কারণে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা এড়াইয়া যাইব। তবে ইহাতে অনিচ্ছাকৃতভাবেও প্রসঙ্গক্রমে কোন বিষয় আসিয়া পড়া অসম্ভব নহে।

অদ্য যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করি না কেন, তাহা এমন হইবে না যে, পুরুষগণ তাহা দ্বারা উপকৃত হইবে না। তাহারাও সিঃসন্দেহে উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিবে। অন্ততঃ পক্ষে এই উপকারটি তো অবশ্যই হইবে যে, তাহারাও মাঝে মাঝে আপন আপন মহিলাদিগকে তাহা শুনাইতে পারিবে। তবে যেহেতু প্রধানতঃ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়াই কথা বলা হইবে, এই কারণে আমি প্রথমেই পুরুষদিগকে সতর্ক করিয়া দিলাম যে, এখনকার বর্ণনায় তাহাদের রুচির প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না; বরং মহিলাদের রুচি ও বিবেক-বুদ্ধির প্রতিই বেশীর ভাগ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনা করা হইবে। কারণ, কেহ হয়তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু শ্রবণের অপেক্ষায় থাকিবে। সুতরাং তাহার উচিত, এই অপেক্ষায় না থাকিয়া শুধু উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

এই ভূমিকার পর এখন আসল বক্তব্য পেশ করিতেছি। অবশ্য সময়াভাবে এখন বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নাই। আছরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত বর্ণনা

www.BANGLAKITAB.com

করারই ইচ্ছা। এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশী বিস্তারিত বর্ণনা হইতে পারে না। তাই আমরা বেশীর ভাগ যেসব বিষয়ের সম্মুখীন, সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে শুধু সেগুলিই বর্ণিত হইবে। সমুদয় খুঁটিনাটি বর্ণনা করা একেতো এমনিতেই অসম্ভব, তাছাড়া এখন সময়ও সঙ্কীর্ণ।

॥ গোনাহ্‌র কারণসমূহ ॥

মোটকথা, এক্ষণে একটি বিশেষ নিন্দনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্যাপকভাবে সমস্ত লোক এবং বিশেষ করিয়া মহিলাগণ এই অবস্থার সহিত জড়িত হইয়া থাকে। এই বিশেষ অবস্থাটি এবং ব্যাপকভাবে সকলেই ইহাতে লিপ্ত কি না, আয়াতের তরজমার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। উল্লেখিত আয়াতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কারণে গাফেল হইয়া যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হক তা'আলা আরও সতর্ক করিয়াছেন যে, যাহারা এই সমস্তের কারণে গাফেল হইয়া যাইবে, তাহারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। এক্ষণে স্বীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির সম্পর্কই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোনাহের কারণ হইয়া থাকে। হক তা'আলা ইহাতেই বাধাদান করিয়া বলেন যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির সহিত তোমাদের এমন সম্পর্ক না থাকা উচিত—যাহাতে তোমরা খোদার যিক্‌র হইতে গাফেল হইয়া পড়।

আয়াতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বলিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্‌র যিকরের উদ্দেশ্যেই এবাদতের সৃষ্টি। এই কারণে 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র' বলিয়া এবাদত বুঝানো হয়। (তবে একটি বলিয়া অপরটি বুঝাইবার গূঢ় রহস্য এই যে, গাফেল হওয়া খোদার অবাধ্যতার কারণ। আয়াতে لَا تُلْهِكُمْ বলিয়া ইহা বুঝানো হইয়াছে এবং গাফেল হওয়ার কারণ হইল দুনিয়ার সহিত অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন। اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে। মাল ও আওলাদের অর্থ হইল এতদুভয়ের সমষ্টি অর্থাৎ দুনিয়া। যেহেতু এই দুইটি দুনিয়ার বৃহৎ অঙ্গ—এই কারণে বিশেষভাবে এই দুইটিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবাদতের পরিবর্তে 'যিক্‌রুল্লাহ' বলিয়া এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, গাফলতের বিপরীত জিনিসটি অর্থাৎ যিকর হইল এবাদতের কারণ এবং যিক্‌রের কারণ হইল খোদার সহিত অন্তরের সম্পর্ক। ذِكْر শব্দের দিকে اَللّٰه শব্দের اِضَافَت বা সম্বন্ধ দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে।) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই এবাদত হইতে গাফেল হওয়ার কারণ হইয়া থাকে। এবাদত হইতে গাফেল হওয়াই গোনাহ্‌। এতএব, প্রমাণিত হইল যে, মাল ও আওলাদের সম্পর্কই বেশীর ভাগ গোনাহের কারণ। তাই হক তা'আলা ইহাদের কারণে গাফেল হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, হক তাআলা হাকীম

www.BANGLAKITAB.com

(নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞানী)। হাকীম ব্যক্তির কোন কথা অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত হয় না। অতএব, দুনিয়ার অন্যান্য সব জিনিস বাদ দিয়া শুধু ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এবাদত হইতে গাফলত অর্থাৎ গোনাহ্ করার পিছনে এই দুইটি বস্তুর বেশী প্রভাব রহিয়াছে।

তাছাড়া, মানুষ যে গোনাহে বেশী লিপ্ত হয় এবং যাহা বেশীর ভাগ ঘটিয়া থাকে খোদা ও রাসূলের কালামে স্পষ্টভাবে সেই গোনাহ্ সম্বন্ধেই নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করা হয়; ইহাই রীতি। পক্ষান্তরে যেই গোনাহে বেশী লিপ্ত হয় না এবং যাহা বেশী সংঘটিত হয় না। উহা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয় না। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নিষেধ করার প্রয়োজনই হয় না।

উদাহরণতঃ, শরীয়তে শরাব পান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে; কিন্তু প্রস্রাব পান করা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয় নাই। কেননা, মানুষ শরাব পানে অধিক পরিমাণে লিপ্ত ছিল: কিন্তু প্রস্রাব পানে কেহই লিপ্ত ছিল না। এই কারণে প্রথমোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং শেষোক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব, কোন বিষয়কে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করিলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষ উহাতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত রহিয়াছে।

সুতরাং মাল ও আওলাদের কারণে গাফেল হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে হক তা'আলার তরফ হইতে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটি বিষয় বেশীর ভাগই গোনাহের কারণ হইয়া থাকে। স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, মাল ও আওলাদের কারণে কি পরিমাণ গোনাহ্ হইয়া থাকে।

॥ মাল ও আওলাদের স্তর ॥

উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা এই যে, মালের ব্যাপারে আ'মল করার দুইটি স্তর রহিয়াছে। (১) মাল উপার্জন করার স্তর ও (২) উহা সংরক্ষণ করার স্তর। তদ্রূপ আওলাদের ব্যাপারেও দুইটি স্তর আছে। (১) আওলাদ লাভ করা ও (২) তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর একটি তৃতীয় স্তরও রহিয়াছে। তবে ইহা মাল ও আওলাদ উভয়টির মধ্যে পৃথক পৃথক বিষয়। প্রথমোক্ত দুইটি স্তরের ন্যায় উভয়ের জন্য এক সমান নহে। মালের ব্যাপারে তৃতীয় স্তর হইল উহা ব্যয় করা এবং আওলাদের ব্যাপারে তৃতীয় স্তর হইল তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা। মোটকথা, মালের ব্যাপারে আ'মল করার তিনটি স্তর এবং আওলাদের ব্যাপারে আ'মল করার তিনটি স্তর রহিয়াছে। মালের ব্যাপারে তিনটি আমল হইল :—

www.BANGLAKITAB.com

(১) মাল উপার্জন করা, (২) মাল সংরক্ষণ করা, (৩) মাল ব্যয় করা আওলাদের ব্যাপারে আমলের তিনটি স্তর হইল ঃ

(১) আওলাদ লাভ করা, (২) আওলাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, (৩) অতঃপর তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা।

মোট ছয়টি স্তর হইল। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি আ'মলের স্তর। এখন এই ছয়টি স্তরের সংক্ষেপে নিজ নিজ অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আমরা এগুলিতে কি পরিমাণ গোনাহ্ করিতেছি। উদাহরণতঃ, মালের তিনটি স্তরের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, ইহা আমাদিগকে কেমন নাচ নাচাইতেছে। মালের প্রথম স্তর হইল উহা উপার্জন করা। ইহাতে আমাদের অসাবধানতার অন্ত নাই। কেহ যদি একবার নিয়ত করিয়া ফেলে যে, এই পরিমাণ মাল হাতে আসা চাই, তখন সে হালাল ও হারামের পার্থক্য করিতে পারে না। যেভাবেই পারে, মাল উপার্জন করে। ইহাতে মোটেই সাবধানতা অবলম্বন করে না।

আমি নিজের অবস্থা বলিতেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদিয়া (উপঢৌকন) লওয়ার ব্যাপারে আমি কতিপয় শর্ত ও নিয়ম নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন, প্রথম সাক্ষাতেই কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করি না। এসবের পরেও আরও একটি নিয়ম রাখিয়াছি এই যে, কাহারও নিকট হইতে তাহার এক দিনের উপার্জন হইতে বেশী গ্রহণ করি না। উদাহরণতঃ কাহারও মাসিক আমদানী ৩০'০০ টাকা হইলে তাহার নিকট হইতে একবারে এক টাকার বেশী লই না। একবার হাদিয়া দিলে দ্বিতীয় বারের মধ্যে এক মাসের ব্যবধান হওয়া শর্ত করিয়া দিয়াছি—যাহাতে কেহ একমাসের মধ্যেই এক দিনের আমদানী হইতে বেশী না দিতে পারে। এসব সত্ত্বেও কোন দরকার উপস্থিত হইলে এবং তজ্জন্য বিশেষ পরিমাণ টাকার প্রয়োজন অনুভূত হইলে চক্ষু বন্ধ করিয়া টাকা গ্রহণ করা হয়। তখন ঐ সব নিয়ম-কানূনের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। দুঃখের বিষয়, মাঝে মাঝে এইভাবে গৃহিত টাকা দ্বারা নিজের কোন উপকার হয় না ঃ বরং অন্যের নিয়তেই কিছু টাকা যোগাড় করার লক্ষ্য থাকে। ইহাতেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না।

॥ মাল উপার্জনে অসাবধানতা ॥

উদাহরণতঃ, কোন নেক কাজের জন্য যদি মনে মনে স্থির করা হয় যে, উহার জন্য এই পরিমাণ টাকা যোগাড় করিতে হইবে, তখন হালাল ও হারামের মোটেই পরওয়া করা হয় না। সর্বনাশের কথা এই যে, যাহারা নিজস্ব প্রয়োজনে টাকা উপার্জন করার বেলায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে, নেক কাজের জন্য টাকা লওয়ার বেলায় তাহারাও সাবধানতা অবম্বলন করে না। বর্তমানের বালকান যুদ্ধের